উচ্চ মাধ্যমিক পাবলিক পরীক্ষা-২০১৭

বিষয় : ইসলাম শিক্ষা

পত্র : দ্বিতীয়

শ্রেণি : একাদশ

বিষয় কোড		
২	৫	০

সময়: ২ ঘন্টা ২০মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

সৃজনশীল প্রশ্ন

(ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশগুলোর উত্তর দাও। যে কোন সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)

১। জনাব জ, ল এবং ফ তিন ভাই। জ সদা সত্য কথা বলে এবং ইসলামী বিধান অনুসারে জীবন যাপন করে। অপরদিকে ফ অসত্য কথা বলে এবং ইসলাম পরিপন্থী কাজে লিপ্ত। ল, জ এর সাথে থাকলে নামাজ-রোজা পালন করে। আর ফ এর সাথে থাকলে বলে নামাজ-রোজার প্রয়োজন নেই।

ক) ঈমান কী? ১

খ) ব্যাখ্যা কর-**فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً** ২

গ) ফ এর কর্মকান্ডে সূরা বাকারায় বর্ণিত কোন চরিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) জ এর চরিত্র বিশ্লেষণপূর্বক আখিরাতে তার অবস্থান নিরূপন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। পরিভাষায়,'আল্লাহ, তার রাসূলগণ, ফিরিশতাগণ, কিতাবসমুহ, পরকাল, তাকদীরের ভাল-মন্দ এবং মৃত্যুর পর পূণরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	এটি সূরা বাকারার একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। আয়াতটি অর্থ হলো, তাদের অন্তর সমুহে ব্যাধি বা রোগ রয়েছে। অতএব আল্লাহ তাদের সে রোগকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের কপট ও শঠতাপূর্ণ কার্যক্রমের কারণ এবং এর চিরস্থায়ী পরিণতির বিষয়টির দিকে নির্দেশ করেছেন। মুনাফিকরা মুখে ঈমানের দাবী করলেও মনে মনে তারা কুফুরী লালন করে। তারা ঈমান আনার কথা বলে মূলত: আল্লাহ তায়ালা ও মুমিনদের সাথে প্রতারণা করতে চায়। আর তাদের এ ধরণের আচরণের কারণ হলো তাদের অন্তরে নিফাক, কুফুর, শিরক, হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ভ-অহংকার ও ঘৃণার মতো মানসিক ব্যাধি রয়েছে। যে ব্যাধিকে আল্লাহ তায়ালা আরো বৃদ্ধি করে দেন। ফলে তাদের হেদায়েত পাওয়ার বিষয়টি অসম্ভব হয়ে পড়েছে।তাই পরকালে তাদের জন্য পিড়াদায়ক শাস্তি রয়েছে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	এটি সূরা বাকারার একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। আয়াতটি অর্থ হলো, তাদের অন্তর সমুহে ব্যাধি বা রোগ রয়েছে। অতএব আল্লাহ তাদের সে রোগকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	কাফির। যারা আল্লাহ, রাসূল, ফিরিশতা, তাকদির ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে না বরং অস্বীকার করে তাদেরকে কাফির বলা হয়। জনাব জ, ল এবং ফ তিন ভাই। জ সদা সত্য কথা বলে এবং

				ইসলামী বিধান অনুসারে জীবন যাপন করে। অপরদিকে ফ অসত্য কথা বলে এবং ইসলাম পরিপন্থী কাজে লিপ্ত। ফ এর এ ধরণের কর্মকান্ড কুফুরীর শামীল। এদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা মহর মেরে দিয়েছেন। সুতরাং তারা কখনো ঈমান আনবে না।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যারা আল্লাহ, রাসূল, ফিরিশতা, তাকদির ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে না বরং অস্বীকার করে তাদেরকে কাফির বলা হয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	কাফির।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	জ একজন মুত্তাকীন ব্যক্তি। মুত্তাকীন ব্যক্তি হলো, তারা যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে। যারা আসমান থেকে নাযিলকৃত কিতাব সমুহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা আখিরাতের প্রতিও বিশ্বাসী। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব জ, ল এবং ফ তিন ভাই। জ সদা সত্য কথা বলে এবং ইসলামী বিধান অনুসারে জীবন যাপন করে। জ এর ধরণের জীবন যাপন করা মুত্তাকীনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং আল কুরআনে বর্ণিত সূরা বাকারার আলোকে এ ধরণের চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ মুত্তাকীনদের চরিত্রের সাথে মিল রয়েছে। আর মুত্তাকী ব্যক্তিরাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং তারাই সফলকাম হয়। অর্থাৎ মুত্তাকী ব্যক্তিরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব জ, ল এবং ফ তিন ভাই। জ সদা সত্য কথা বলে এবং ইসলামী বিধান অনুসারে জীবন যাপন করে। জ এর ধরণের জীবন যাপন করা মুত্তাকীনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	মুত্তাকীন ব্যক্তি হলো, তারা যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে। যারা আসমান থেকে নাযিলকৃত কিতাব সমুহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা আখিরাতের প্রতিও বিশ্বাসী।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	জ একজন মুত্তাকীন ব্যক্তি।

২। জনাব আসিফ তার বন্ধু সাদিক ও নাইমাকে তার খামার দেখাতে গেলেন। খামার দেখে মুগ্ধ হয়ে সাদিক বলল, আপনি খুব ভাগ্যবান। আল্লাহ আপনাকে অনেক ফসল দিয়েছেন। এ কথা শুনে নাইম বলল, আল্লাহ ও ভাগ্য বলে কিছু নেই। আসিফ প্রচুর পরিশ্রম ও অনেক বিনিয়োগ করেছেন তাই তাই ভালো ফসল পেয়েছেন। তখন আসিফ নাইমকে **ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَاشاً وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** পাঠ করে শুনালেন।

ক) **ٱلسُّفَهَآءُ** অর্থ কি? ১

খ) **ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ** এর মর্মার্থ লিখ। ২

গ) পঠিত আয়াত দ্বারা কি বুঝান হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) নাইমের পরিণতি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	**ٱلسُّفَهَآءُ** আরবী শব্দ। যার অর্থ নির্বোধ বা মূর্খ বা অজ্ঞ।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	**ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ** এ আয়াতটির অর্থ হলো, ‘এটি সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ

				নেই।’ অর্থাৎ এই কিতাব বলতে আল কুরআনকে বুঝান হয়েছে। আর কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেন, এটি এমন একটি গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ বা সংসয়ের অবকাশ নেই বরং এটি ত্রুটিমুক্ত।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ فِيهِ এ আয়াতটির অর্থ হলো, ‘এটি সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।’
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি তার নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর করার জন্য অগণিত অনুগ্রহ দান করেছেন। যাকে আল কুরআনে নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দীপকে উল্লেখিত আয়াতেবলা হয়েছে, তিনি (আল্লাহ) যিনি তোমাদের জন্য জমীনকে বিছানা আর আকাশকে ছাদ-এর ন্যায় তৈরি করেছেন। অতপর তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, এরপর সে পানি দিয়ে বিভিন্ন ধরণের ফলমূল উৎপাদন করে তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। উল্লেখিত আয়াতে আ এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি তার নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সীমাহীন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর করার জন্য অগণিত অনুগ্রহ দান করেছেন। যাকে আল কুরআনে নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি তার নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	উদ্দীপকে নাইম একজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি কাফির। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে অস্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও পরিশ্রমকে অগ্রাধিকার দেয় সে মূলতঃ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত এবং সে কাফির হিসেবে গন্য। উদ্দীকে দেখা যায় যে, নাঈম আল্লাহ এবং ভাগ্যকে অস্বীকার করেছে। সে বলেছে, আল্লাহ ে ভাগ্য বলতে কিছু নেই। বরং আসিফের প্রচুর পরিশ্রম ও বেশি বিনিয়োগের কারণে ভাল ফসল পেয়েছে। তাই বলা যায় নাঈমের এ ধরণের বক্তব্য কুফুরের শামীল। সুতরাং যারা কুফুরী করে আল্লাহ তাদের অন্তর ও শ্রবণশক্তির উপর মোহর মেরে দেন, দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ দিয়ে দেন এবং তাদের জন্য রয়েছে পিড়াদায়ক শাস্তি। যেহেতু নাঈম কুফুরী করেছে তাই তার শেষ পরিণতি হলো জাহান্নাম। যে সে ঐ ধরণের শাস্তি ভোগ করবে এবং তা চিরদিন ভোগ করতে হবে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীকে দেখা যায় যে, নাঈম আল্লাহ এবং ভাগ্যকে অস্বীকার করেছে। সে বলেছে, আল্লাহ ে ভাগ্য বলতে কিছু নেই। বরং আসিফের প্রচুর পরিশ্রম ও বেশি বিনিয়োগের কারণে ভাল ফসল পেয়েছে। তাই বলা যায় নাঈমের এ ধরণের বক্তব্য কুফুরের শামীল।

	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে অস্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও পরিশ্রমকে অগ্রাধিকার দেয় সে মূলত: অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত এবং সে কাফির হিসেবে গন্য।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	উদ্দীপকে নাইম একজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি কাফির।

৩। বক্তা একটি জাতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আল্লাহ সেই জাতির মধ্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেন। তাছাড়া তাদের মান্না ও সালাওয়া দান করেন।সেই সময় একজন অত্যাচারী শাসক তাদের স্বাধীনতা হরণ করে দাসে পরিণত করে। এমনকি তাদের পুত্রদের হত্যা করত আর কন্যাদের অব্যাহতি দিত।

ক) **مُتَّقِ** এর সংজ্ঞা দাও? ১

খ) অনুবাদ কর:**وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ**
২

গ) উদ্দীপকে কোন শাসক সম্পর্কে বলা হয়েছে? তার পরিণতি লেখ। ৩

ঘ) উদ্দীপকে কোন জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে? তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা যে অনুগ্রহরাজি দান করেছিলে তা বর্ণনা কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মুত্তাকী অর্থ পরহেজগার, আল্লাহভীরু, আল্লাহতে নিবেদিত প্রাণ। ইবনে আব্বাস রা. বালেন, যারা ঈমান গ্রহণ করে শিরক, করীরাহ গুনাহ, ফাহেশা কাজ হতে বিরত থাকেন এবং আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করেন, তারাই মুত্তাকী। হাসান বসরী বলেন, যারা হারাম কাজ থেকে বিরত থেকে ফরজ কাজ সমুহ পালন করেন, তারাই মুত্তাকী। ইমাম কালবী বলেন, যারা কবীরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকেন, তারা মুত্তাকী। কাতাদাহ বলেন, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী, সালাত কায়েম করে, আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করে, কিতাবসমুহের প্রতি বিশ্বাস করে এবং আখিরাতে বিশ্বাসী তারাই মুত্তাকী।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	**وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ** অর্থ: মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা বিশ্বাসী নয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	**وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ**
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	শাসকের নাম ফিরাউন। প্রাচীনকালে আমালিকা বংশ থেকে যে ব্যক্তিই তাদের শাসক মনোনিত হতো তার রাষ্ট্রীয় উপাদী হতো ফিরাউন। কাজেই ফিরাউন কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। বরং এটি ছিল রাজা বাদশাদের উপাধি। হযরত মুছা আ. এর সমসাময়িককালে যে বাদশা ছিল তার নাম ছিল ওয়ালিদ বিন মাসয়াব। ফিরাউনদের মধ্যে সে ছিল কুৎসিত মানসিকতার অধিকারী। উদ্দীপকে দেখা যায় বক্তা একটি জাতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আল্লাহ সেই জাতির মধ্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেন। তাছাড়া তাদের মান্না ও সালাওয়া দান করেন।সেই সময় একজন অত্যাচারী শাসক তাদের স্বাধীনতা হরণ করে দাসে পরিণত করে। এমনকি তাদের পুত্রদের হত্যা করত আর কন্যাদের অব্যাহতি দিত। সেই অত্যাচারী শাসক হলো ফিরাউন। সে বণী ইস্রাঈলদেরকে

				মূলত: দাসে পরিণত করেছিল। যার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে নীল নদে ডুবিয়ে হত্যা করেছিল।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	প্রাচীনকালে আমালিকা বংশ থেকে যে ব্যক্তিই তাদের শাসক মনোনিত হতো তার রাষ্ট্রীয় উপাদী হতো ফিরাউন। কাজেই ফিরাউন কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। বরং এটি ছিল রাজা বাদশাদের উপাধি। হযরত মুছা আ. এর সমসাময়িককালে যে বাদশা ছিল তার নাম ছিল ওয়ালিদ বিন মাসয়াব। ফিরাউনদের মধ্যে সে ছিল কুৎসিত মানসিকতার অধিকারী।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	শাসকের নাম ফিরাউন।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	বনি ইস্রাঈল। হযরত ইয়াকুব আ. এর উপাধি ছিল ইস্রাঈল। ইস্রাঈল শব্দের অর্থ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। হযরত ইয়াকুব ছিলেন নবীকূলের শিরোমনি হযরত ইব্রাহীম আ. এর পুত্র হযরত ইসহাকের পুত্র। আর হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধরেরা বনি ইস্রাঈল নামে পরিচিত। উদ্দীপকে দেখা যায় বক্তা একটি জাতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আল্লাহ সেই জাতির মধ্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেন। তাছাড়া তাদের মান্না ও সালাওয়া দান করেন। সুতরাং উল্লেখিত আলোচনায় মূলত: বনি ইস্রাঈলদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উদ্দীপকে আলোচিত বনি ইস্রাঈলদেরকে আল্লাহ তায়ালা অনেক অনুগ্ররাজি দান করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ, মান্না সালাওয়া দান করা, মেঘ মালার ছায়া দান, অন্যান্য জাতির উপর প্রাধান্য দান,পাথর থেকে পানির ব্যবস্থা, ভূমিজাত খাদ্যের ব্যবস্থা ও পূণর্জীবন লাভ ইতীাদি।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় বক্তা একটি জাতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আল্লাহ সেই জাতির মধ্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেন। তাছাড়া তাদের মান্না ও সালাওয়া দান করেন। সুতরাং উল্লেখিত আলোচনায় মূলত: বনি ইস্রাঈলদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	হযরত ইয়াকুব আ. এর উপাধি ছিল ইস্রাঈল। ইস্রাঈল শব্দের অর্থ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। হযরত ইয়াকুব ছিলেন নবীকূলের শিরোমনি হযরত ইব্রাহীম আ. এর পুত্র হযরত ইসহাকের পুত্র। আর হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধরেরা বনি ইস্রাঈল নামে পরিচিত।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	বনি ইস্রাঈল।

৪। J সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। ইসলামী বিধি বিধান সম্পর্কে ভালভাবে জানত না। কথিত ইসলামী পন্ডিত k তাকে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক চলার পরামর্শ দেয়। অথচ k মাঝে মাঝে নামাজ ত্যাগ করে, অনাহারীকে খাবার দেয় না, তার স্ত্রী ও কন্যারা পর্দাকরে না। k সম্পর্কে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলে, ইমাম সাহেব আয়াগুলো পাঠ করেন **أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ**

ক) বনি ইস্রাঈল কারা? ১

খ) অর্থ লিখ: **وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** ২

গ) k এর চরিত্র কোন সম্প্রাদায়ের সাথে মিলে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ) J কি ভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য পাবে? পাঠ্য পুস্তাকের আলোকে বর্ণনা কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	হযরত ইয়াকুব আ. এর উপাধি ছিল ইস্রাঈল। ইস্রাঈল শব্দের অর্থ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। হযরত ইয়াকুব ছিলেন নবীকূলের শিরোমনি হযরত ইব্রাহীম আ. এর পুত্র হযরত ইসহাকের পুত্র। আর হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধরেরা বনি ইস্রাঈল নামে পরিচিত।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	**وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ** এর অর্থ হলো, 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে ফেলো নাএবং জেনে বুঝে তোমরা সত্যকে গোপন করো না।'
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	**وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ**
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	ইহুদী সম্প্রদায়ের ধর্মজাযক। ইহুদী সম্প্রদায়ের যারা ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞ বিশেষ করে তাওরাতের পন্ডিত ছিল তাদেরকে পূরোহিত বা ধর্মজাযক বলা হতো। উদ্দীপে দেখা যায় যে, J সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। ইসলামী বিধি বিধান সম্পর্কে ভালভাবে জানত না। কথিত ইসলামী পন্ডিত k তাকে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক চলার পরামর্শ দেয়। অথচ k মাঝে মাঝে নামাজ ত্যাগ করে, অনাহারীকে খাবার দেয় না, তার স্ত্রী ও কন্যারা পর্দাকরে না। k এর এ ধরণের চরিত্র আল কুরআনে বর্ণিত ইহুদী ধর্মজাযক ও পূরোহিতদের কর্মকান্ড ও আচরণের শামীল। ইহুদী পূরোহিতরা তাদের অনুসারিদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ করত কিন্তু নিজেরা তা ভুলে যেত। যা ইসলামের কবিরাহ গুনাহ।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইহুদী সম্প্রদায়ের যারা ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞ বিশেষ করে তাওরাতের পন্ডিত ছিল তাদেরকে পূরোহিত বা ধর্মজাযক বলা হতো।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইহুদী সম্প্রদায়ের ধর্মজাযক।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	জ্ঞান অর্জনের জুরুত্ব। আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা আমলের পূর্বশর্ত হলো জানা। আর কোন কিছু মানতে হলে জানতে হবে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, J সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। ইসলামী বিধি বিধাম্পৎসম্পর্কে ভালভাবে জানত না এবং আমল করতো না। সুতরাং J এর ইসলাম সম্পর্কে না জানা ও নামানার ব্যাপারটা অজ্ঞদের শামীল। যার কারণে সে ধোকায় পতিত হয়ে গোমরাহী হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। J ইসলাম সম্পর্কে না জানার কারণে কথিত পন্ডিতরা তাকে ভুল পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে। সে গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে। সুতরাং J যদি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চায় তাহলে সর্বপ্রথম তাকে ইসলামী বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কুরআন হাদীস ও ফিকাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী সে যদি ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে পরিপূর্ণভাবে মানতে পারে তা হলে সে অবশ্যই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, J সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। ইসলামী বিধি বিধাম্পৎসম্পর্কে ভালভাবে জানত না এবং আমল করতো না।

			পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	সুতরাং J এর ইসলাম সম্পর্কে না জানা ও নামানার ব্যাপারটা অজ্ঞদের শামীল। যার কারণে সে ধোকায়
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা আমলের পূর্বশর্ত হলো জানা। আর কোন কিছু মানতে হলে জানতে হবে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	জ্ঞান অর্জনের জুরুত্ব।

৫। L. M ও N তিন বন্ধু। L মাদকাসক্ত, সে ধর্মীয় নির্দেশনা মানে না। M ও N প্রত্যাহ এশার নামাজের পর কুরআন-হাদীস নিয়ে আলোচনা করে। আজকাল M নামাজ শেষে দোকানে বসা শুরু করেছে। N এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে। M. N কে বলে মহানবী সা. এর হাদীস ।

ক) হাদীসে কুদসী কাকে বলে? ১

খ) ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ও কি কি? ২

গ) মাদকের সাথে জড়িত সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন। তারা কারা? ব্যাখ্যা কর । ৩

ঘ) M এর বর্তমান কর্মকান্ডর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	কুদসী শব্দের অর্থ পবিত্র, আর হাদীস শব্দের অর্থ বাণী। সুতরাং হাদীসে কুদসী শব্দের অর্থ পবিত্র বাণী। পরিভাষায়, যে হাদীসের শব্দ ও ভাষা রাসূলুল্লাহ সা. এর নিজস্ব কিন্তু তার অর্থ, ভাব ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ইলহাম বা শব্দযোগে প্রাপ্ত, তাকে হাদীসে কুদসী বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইসলামের স্তম্ভ মোট পাচটি। যথা- এ কথা সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নেই এবং মুহাম্মদ সা. তার বান্দা ও রাসূল, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ পালন করা এবং রমজান মাসে রোজা রাখা।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলামের স্তম্ভ মোট পাঁচটি।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	মাদক। যা খেলে বা পান করলে মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পায় তাই মাদক। আর যারা মাদকের সাথে জড়িত এমন সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন। অভিশপ্ত সাত শ্রেণির লোকেরা হলো- ১। মদ পানকারী অর্থাৎ যিনি মদ সেবন করেন। ২। যে বা যিনি পান করান ৩। মদের ক্রেতা-বিক্রেতা ৪। মদ প্রস্তুতকারী ৫। মদ সরবরাহকারী ৬। বহনকারী অর্থাৎ যিনি বহন করে নিয়ে আসেন এবং ৭। যার নিকট বহন করে নিয়ে আসা হয়। এরা সকলে আল্লাহর অভিশাপে অভিশপ্ত।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যা খেলে বা পান করলে মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পায় তাই মাদক। আর যারা মাদকের সাথে জড়িত এমন সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মাদক।
		উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্তনিতে পারা/সমাধান করতে পারা	হালাল উপার্জনের প্রতি গুরুত্ব। হালাল উপার্জন মালে বৈধ ও ন্যায়সংগত পন্থায় উপার্জন। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দোশত ও অনুমোদিত পন্থায় যে আয় উপার্জন হয় তাই

				হালাল উপার্জন। হালাল উপার্জন সকলের জন্য কল্যাণকর। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আজকাল M নামাজ শেষে দোকানে বসা শুরু করেছে। N এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে। M. N কে বলে মহানবী সা. এর হাদীস'হালাল উপার্জন করা ফরজের উপরবড় ফরজ। যেহেতু M এখন নামাজ শেষে দোকানে বসে ব্যবসা পরিচালনা করে উপার্জন করা শুরু করেছে সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা M এর এ ধরণের কর্মকান্ড হালাল উপার্জনের শামীল। যা ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। সুতরাং বলা যায় হালাল উপার্জন করা মুমিনের অধিকার। এ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা অন্যায়। হালাল উপার্জন মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলে। রাসূল সা. বলেছেন, নিজ হাতে উপার্জিত অর্থে খাদ্য গ্রহণ অপেক্ষা উত্তম আর কিছু নেই। হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। তাছাড়া হালাল উপার্জন করে সকল নবী-রাসূলগণ জীবিকা নির্বাহ করেছেন। অতএব হালাল উপার্জনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ শ্রমের মাধ্যমে হালাল রিযিক অন্বেষণ করা।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আজকাল M নামাজ শেষে দোকানে বসা শুরু করেছে। N এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে। M. N কে বলে মহানবী সা. এর হাদীস'হালাল উপার্জন করা ফরজের উপরবড় ফরজ। যেহেতু M এখন নামাজ শেষে দোকানে বসে ব্যবসা পরিচালনা করে উপার্জন করা শুরু করেছে সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা M এর এ ধরণের কর্মকান্ড হালাল উপার্জনের শামীল। যা ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	হালাল উপার্জন মালে বৈধ ও ন্যায়সংগত পন্থায় উপার্জন। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দোশত ও অনুমোদিত পন্থায় যে আয় উপার্জন হয় তাই হালাল উপার্জন। হালাল উপার্জন সকলের জন্য কল্যাণকর।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হালাল উপার্জনের প্রতি গুরুত্ব।

৬। P ও Q দুই ভাই। P পরনিন্দা করে, অশ্লীল কথা বলে, মানুষকে অভিশাপ দেয় এবং যে কোন হীন কাজ করতে পারে। Q একজন ফল ব্যবসায়ী। ফরমালিন ও কারবাইডমুক্ত ফল বিক্রি করে। জীবনে সে কখনো ওজনে কম দেয়নি ও খারাপ ফল বিক্রি করেনি। সে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক জীবন যাপন করে।

ক) ঈমানের সর্বোৎকৃষ্ট শাখা কোনটি? ১

খ) 'উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম' -ব্যাখ্যা কর। ২

গ) P এর স্বভাবের সাথে হাদীসের কোন চরিত্রের মিল আছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ) Q এর কর্মকান্ড মূল্যায়ন করে আখেরাতে তার অবস্থান নিরুপন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ঈমানের সর্বোৎকৃষ্ট শাখা হলো,'এ কথা স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।'
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	হাদীসটির অর্থ হলো,' উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।' হাদীসে দান গ্রহীতার উপর দানকারীকে প্রাধান্য দিয়ে দান গ্রহনকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দানগ্রহীতার হাত থেকে দানকারীর হাত উত্তম। কেননা যে দান গ্রহন করে সে হাত পেতে নেয়

				বলে তার হাত নিচে থাকে। মর্যাদার এ পার্থক্যের কারণ হলো দাতা তার দানের মাধ্যমে দান গ্রহীতার উপকার করে থাকে এবং দানের অর্থে তার প্রয়োজন পূরণ হয় বলে অন্তত দাতার কাছে দানগ্রহীতা মর্যাদাহীন বিবেচিত হয়। সুতরাং দান গ্রহনের চেয়ে দান করার যোগ্যতা ও মানসিকতা অর্জন করতে হবে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হাদীসটির অর্থ হলো,' উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।'
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	বদ অভ্যাস বা ঈমান বিনষ্টকারী চারিত্রিক গুণাবলী। মহানবী সা. এমন কিছু বদ অভ্যাস বা কু-স্বভাবের কথা বলেছেন যা কোন মুমিন ব্যাক্তির মধ্যে থাকা উচিৎ নয়। যা ঈমানকে নষ্ট করে দেয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, P পরনিন্দা করে, অশ্লীল কথা বলে, মানুষকে অভিশাপ দেয় এবং যে কোন হীন কাজ করতে পারে। সুতরাং P এর এ ধরনের স্বভাব ঈমান বিনষ্টকারী বেঈমান লোকের স্বভাবের শামীল। যা পরিত্যাগ করা সকলের উচিৎ।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, P পরনিন্দা করে, অশ্লীল কথা বলে, মানুষকে অভিশাপ দেয় এবং যে কোন হীন কাজ করতে পারে। সুতরাং P এর এ ধরনের স্বভাব ঈমান বিনষ্টকারী বেঈমান লোকের স্বভাবের শামীল। যা পরিত্যাগ করা সকলের উচিৎ।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মহানবী সা. এমন কিছু বদ অভ্যাস বা কু-স্বভাবের কথা বলেছেন যা কোন মুমিন ব্যাক্তির মধ্যে থাকা উচিৎ নয়। যা ঈমানকে নষ্ট করে দেয়।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	সৎ ব্যবসায়ীদের সম্মান ও মর্যাদা। রাসূল সা. ছিলেন একজন সৎ ব্যবসায়ী। বৈধ পথে এবং সৎ ভাবে যারা ব্যবসা করে আল্লাহ ও তার রাসূল তাদেরকে খুব পছন্দ করেন। ব্যবসা বানিজ্য একটি মহৎ পেশা। এ পেশায় সততা অবলম্বন করা অপরিহার্য। আর এ কারণে ব্যবসায়ীদের মর্যদা ও সম্মান অনেক বেশি। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, Q একজন ফল ব্যবসায়ী। ফরমালিন ও কারবাইডমুক্ত ফল বিক্রি করে। জঅবনে সে কখনো ওজনে কম দেয়নি ও খারাপ ফল বিক্রি করেনি। সে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক জীবন যাপন করে। Q এর এ ধরণের কর্মকান্ড একজন সৎ ব্যবসায়ীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই আমাদের সকলকে ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা প্রদর্শণ করা উচিৎ। সুতরাং Q একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায় সততার কারণে সে একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলা সুকঠিন তাই এটি একটি টূণ্যের ও কল্যাণের কাজ। যে ব্যবসায়ী বিশ্বস্ততার সাথে বৈধভাবে ব্যবসা-বানিজ্য পরিচালনা করেন, শেষ বিচারের দিন তিনি তার প্রতিদান স্বরূপ মহান শহীদদের ন্যায় উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবেন। শহীদগণের সহিত পরম সুখময় অনন্ত নিবাস জান্নাতে তাদের আবাসস্থাল হবে। যেহেতু Q একজন সৎ ব্যবসায়ী সুতরাং কিয়ামতের দিন প্রতিদান হিসেবে সে শহীদদের সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে।

	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, Q একজন ফল ব্যবসায়ী। ফরমালিন ও কারবাইডমুক্ত ফল বিক্রি করে। জঅবনে সে কখনো ওজনে কম দেয়নি ও খারাপ ফল বিক্রি করেনি। সে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক জীবন যাপন করে। Q এর এ ধরণের কর্মকান্ড একজন সৎ ব্যবসায়ীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই আমাদের সকলকে ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা প্রদর্শণ করা উচিৎ।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	রাসূল সা. ছিলেন একজন সৎ ব্যবসায়ী। বৈধ পথে এবং সৎ ভাবে যারা ব্যবসা করে আল্লাহ ও তার রাসূল তাদেরকে খুব পছন্দ করেন। ব্যবসা বানিজ্য একটি মহৎ পেশা। এ পেশায় সততা অবলম্বন করা অপরিহার্য। আর এ কারণে ব্যবসায়ীদের মর্যদা ও সম্মান অনেক বেশি।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সৎ ব্যবসায়ীদের সম্মান ও মর্যাদা।

৭। R এর ছেলে বিদেশে থাকে। বাবার জন্য সে মোবাইল ফোন পাঠিয়েছে। তার ভাই তাকে মোবাইল ব্যবহার করতে নিষেধ করে। কারণ এটি বিদায়াত। R মোবাইলের বৈধতা জানার জন্য ইসলামী রিচার্স ফাউন্ডেশনের সভাপতির নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। পরের দিন সভাপতি বিজ্ঞ আলিমগণকে সভায় আহবান জানান। মোবাইল ফোনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়াদি বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত দেন যে, মোবাইল ব্যবহার শরীয়তসম্মত।

ক) কিয়াস কি? ১

খ) কিয়াসের হুকুম বর্ণনা কর। ২

গ) ইসলামী আইনের কোন উৎসবলে মোবাইল ব্যবহার করা বৈধ? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ) মুসলিম সমাজে ইজমার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	কিয়াস শব্দের অর্থ অনুসরণ করা, তুলনা করা, পরিমাপ করা, সামঞ্জস্যপূর্ণ করা ইত্যাদি। পরিভাষায়, 'কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে পনবর্তী সময়ে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। ফিকাহবিদগণের মতে, যে বিষয়ে কোন হুকুম নেই, সেই বিষয়ে কোন হুকুম প্রকাশ করাকে কিয়াস বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	কিয়াসের হুকুম। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। যেমন- ● ইমাম আবু হানিয়ার মতে, নিশ্চয় কিয়াস প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান দান করে এবং এর উপর আমল করা ওয়াজিব। ● আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, 'যে ক্ষেত্রে কুরআন ও হামীসের নির্দেশনা পাওয়া যাবে না, সে ক্ষেত্রে হুকুম হলো, সে বিষয়ে কুরআন ও হামীসের যে নির্দেশনা আছে তার সাথে তুলনা করে আমল করা ওয়াজিব। ● আর কিয়াসের বিপরীত খবরে ওয়াহেদ পাওয়া গেলে কিয়াসের উপর আমল করা ওয়াজিব হবে না। আবার কিয়াস অস্বীকারকারীদের কাফির বলা যাবে না।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	কিয়াসের হুকুম।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে	ইজমা। ● ইজমার অর্থ একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। আর পরিভাষায়, একই যুগের উম্মতি মুহাম্মাদির সকল

			পারা	সৎকর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোন বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষন করাকেত ইজমা বলে। ● সাধারণভাবে, রাসূল সা.-এর পরে কোন এক সময়কার মুসলিম উম্মতের সমস্ত মুস্তাহিদ একত্রিত ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শরীয়তের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাকে ইজমা বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, R এর ছেলে বিদেশে থাকে। বাবার জন্য সে মোবাইল ফোন পাঠিয়েছে। তার ভাই তাকে মোবাইল ব্যবহার করতে নিষেধ করে। কারণ এটি বিদায়াত। R মোবাইলের বৈধতা জানার জন্য ইসলামী রিচার্স ফাউন্ডেশনের সভাপতির নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। পরের দিন সভাপতি বিজ্ঞ আলিমগণকে সভায় আহবান জানান। মোবাইল ফোনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়াদি বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত দেন যে, মোবাইল ব্যবহার শরীয়তসম্মত। যেহেতু মোবাইল ব্যবহারের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোন নির্দেশনা নেই। তাই আলিমগণ বিচার বিশ্লেষণ করে মোবাইল ফোন ব্যবহারে ঐক্যমত হয়েছেন। যেহেতু আলিমগণ মোবাইল ফোন ব্যবহারে ঐক্যমত হয়েছেন সেহেতু এটা ইজমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । এটি ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় উৎস।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইজমার অর্থ একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। আর পরিভাষায়, একই যুগের উম্মতি মুহাম্মাদির সকল সৎকর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোন বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষন করাকেত ইজমা বলে। সাধারণভাবে, রাসূল সা.-এর পরে কোন এক সময়কার মুসলিম উম্মতের সমস্ত মুস্তাহিদ একত্রিত ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শরীয়তের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাকে উজমা বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইজমা।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	ইজমার গুরুত্ব। ইসলামী শরীয়াতে ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল একটি আইনের উৎস। মুসলিম জীবন দর্শন ও ব্যবস্থাপনায় এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যা বিভিন্নভাবে প্রতিয়মান। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, R এর ছেলে বিদেশে থাকে। বাবার জন্য সে মোবাইল ফোন পাঠিয়েছে। তার ভাই তাকে মোবাইল ব্যবহার করতে নিষেধ করে। কারণ এটি বিদায়াত। R মোবাইলের বৈধতা জানার জন্য ইসলামী রিচার্স ফাউন্ডেশনের সভাপতির নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। পরের দিন সভাপতি বিজ্ঞ আলিমগণকে সভায় আহবান জানান। মোবাইল ফোনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়াদি বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত দেন যে, মোবাইল ব্যবহার শরীয়তসম্মত। এর দ্বারা মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুতারোপ করা হয়েছে। আর আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছেন। সুতরাং এটি ইজমার শামীল। সুতরাং বলা যায় যে, ইজমার প্রয়োজনীয়তা প্রমানিত সত্য। যেমন- ১। এটি ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস ২। নতুন আইন উদ্বাবন ৩।

				জাতীয় ঐক্য সংরক্ষণ ৪। বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষা ৫। ইসলামের পূর্ণতা প্রমান। কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতের পূর্ণতা দিলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' ইজমা ব্যতিত ইসলামের এ পূর্ণতার দাবী অবাস্তব। মূলতঃ অবস্থানগত দিক থেকে তৃতীয় পর্যায়ের দলীল হলেও প্রয়োগগত বাস্তব দিক বিশ্লেষণ করলে ইজমাকেই সর্বাদিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস মনে হয়। কেননা কুরআন ও হাদীসের যথাযথ বাস্তবায়ন ইজমার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, R এর ছেলে বিদেশে থাকে। বাবার জন্য সে মোবাইল ফোন পাঠিয়েছে। তার ভাই তাকে মোবাইল ব্যবহার করতে নিষেধ করে। কারণ এটি বিদায়াত। R মোবাইলের বৈধতা জানার জন্য ইসলামী রিচার্স ফাউন্ডেশনের সভাপতির নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। পরের দিন সভাপতি বিজ্ঞ আলিমগণকে সভায় আহবান জানান। মোবাইল ফোনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়াদি বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত দেন যে, মোবাইল ব্যবহার শরীয়তসম্মত। এর দ্বারা মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুতারোপ করা হয়েছে। আর আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছেন। সুতরাং এটি ইজমার শামীল।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলামী শরীয়াতে ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল একটি আইনের উৎস। মুসলিম জীবন দর্শন ও ব্যবস্থাপনায় এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যা বিভিন্নভাবে প্রতিয়মান।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইজমার গুরুত্ব।

৮। ইয়াবার বৈধতা নিয়ে তিন বন্ধু S. T এবং U এরমধ্যে আলোচনা চলছিল। S বলল কুরআন ও হাদীসে ইয়াবা নিয়ে কোন আলোচনা নেই। ইয়াবা নিষিদ্ধ হলে অবশ্যই তা কুরআন ও হাদীসে থাকত। যেহেতু আলোচনা নেই তাই ইয়াবা বৈধ। T বলল ইয়াবা বৈধ। কারণ মদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, ইয়াবার মধ্যে তা আছে। U বলল Tএর কথাই সঠিক। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা! তোমরা চিন্তা ে গবেষণা কর।'

ক) ইজমা কি? ১

খ) কিয়াস ছাড়া ইসলামকে সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বলা যায় নাকেন? ২

গ) ইয়াবা অবৈধ হওয়া সম্পর্কে T এর বক্তব্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) 'হে দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা! তোমরা চিন্তা ে গবেষণা কর।' এর যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	• ইজমার অর্থ একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। আর পরিভাষায়, একই যুগের উম্মতি মুহাম্মাদির সকল সৎকর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোন বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষন করাকেত ইজমা বলে। • সাধারণভাবে, রাসূল সা.-এর পরে কোন এক সময়কার মুসলিম উম্মতের সমস্ত মুস্তাহিদ একত্রিত ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শরীয়তের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাকে ইজমা বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	কিয়াস ছাড়া ইসলাম অসম্পূর্ণ। কিয়াস ছাড়া ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলা যায় না। কেননা

				কিয়াস ব্যতিত ইসলাম একটি গতিহীন ও সংকীর্ণ জীবনাদর্শে পরিণত হয়। যার ফলে সব দেশের ও সব কালের দাবী মেটানো সম্ভবপর হতে পারে না। বরং কিয়াসই ইসলামকে সর্বকালীন ও সার্বজনীন জীবনাদর্শে পরিণত করে। তাই সকল যুগের মানুষের যে কোন রকমের সমস্যার কুরআন হাদীসসম্মত সমাধান দেওয়া কেবল কিয়াসের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়ে ওঠে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	কিয়াস ছাড়া ইসলাম অসম্পূর্ণ।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	কিয়াস। ‘কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তী সময়ে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। ফিকাহবিদগণের মতে, যে বিষয়ে কোন হুকুম নেই, সেই বিষয়ে কোন হুকুম প্রকাশ করাকে কিয়াস বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইয়াবার বৈধতা নিয়ে তিন বন্ধু S. T এবং U এরমধ্যে আলোচনা চলছিল। S বলল কুরআন ও হাদীসে ইয়াবা নিয়ে কোন আলোচনা নেই। ইয়াবা নিষিদ্ধ হলে অবশ্যই তা কুরআন ও হাদীসে থাকত। যেহেতু আলোচনা নেই তাই ইয়াবা বৈধ। T বলল ইয়াবা অবৈধ। কারণ মদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, ইয়াবার মধ্যে তা আছে। মদ যেহেতু ইসলামে হারাম বা অবৈধ সে হিসেবে ইয়াবাও হারাম। এটা মূলতঃ মদের সাথে ইয়াবাকে কিয়াস করে অবৈধ বলা হয়েছে। যেহেতু কুরআন ও হাদীসে মদ হারাম সে হিসেবে ইয়াবাও হারাম। সুতরাং মদ যে যে কারণে হারাম অনুরূপভাবে ইয়াবাও সেই কারণে অবৈধ বা হারাম। তাই বলা যায় T এর বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও সঠিক।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	‘কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তী সময়ে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। ফিকাহবিদগণের মতে, যে বিষয়ে কোন হুকুম নেই, সেই বিষয়ে কোন হুকুম প্রকাশ করাকে কিয়াস বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	কিয়াস।
	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	কিয়াসের গুরুত্ব। ইসলামী শরীয়াতের আইনের উৎস হিসেবে কিয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। কিয়াস ব্যতিত ইসলামের পূর্ণতা প্রমান হয় না। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইয়াবার বৈধতা নিয়ে তিন বন্ধু S. T এবং U এরমধ্যে আলোচনা চলছিল। S বলল কুরআন ও হাদীসে ইয়াবা নিয়ে কোন আলোচনা নেই। ইয়াবা নিষিদ্ধ হলে অবশ্যই তা কুরআন ও হাদীসে থাকত। যেহেতু আলোচনা নেই তাই ইয়াবা বৈধ। T বলল ইয়াবা অবৈধ। U বলল Tএর কথাই সঠিক। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘হে চিন্তাশীলগণ! তোমরা গবেষণা কর।’ যেহেতু এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কিয়াস করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেহেতু মদের সাথে ইয়াবাকে কিয়াস করে তা অবৈধ ঘোষণা করা যেতে পারে। মুসলিম জাতিকে কিয়াস করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

				'হে দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা! তোমরা চিন্তা গবেষণা কর।'সে জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে কিয়াস করা জরুরী। তাই আল্লাহর নির্দেশিত বিষয় হিসেবে একে উপেক্ষা করা যায় না।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইয়াবার বৈধতা নিয়ে তিন বন্ধু S. T এবং U এরমধ্যে আলোচনা চলছিল। S বলল কুরআন ও হাদীসে ইয়াবা নিয়ে কোন আলোচনা নেই। ইয়াবা নিষিদ্ধ হলে অবশ্যই তা কুরআন ও হাদীসে থাকত। যেহেতু আলোচনা নেই তাই ইয়াবা বৈধ। T বলল ইয়াবা অবৈধ। U বলল Tএর কথাই সঠিক। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে চিন্তাশীলগণ! তোমরা গবেষণা কর।' যেহেতু এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কিয়াস করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেহেতু মদের সাথে ইয়াবাকে কিয়াস করে তা অবৈধ ঘোষণা করা যেতে পারে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলামী শরীয়াতের আইনের উৎস হিসেবে কিয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। কিয়াস ব্যতিত ইসলামের পূর্ণতা প্রমান হয় না।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	কিয়াসের গুরুত্ব।

৯। Vএকজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। প্রতি রমজানে তিনি সম্পদের হিসাব নিকাশ করে অসহায় মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে তার সম্পদের একটি অংশ খরচ করেন। এ রমজানে যখন তিনি অসহায়দের সাহায্য করছিলেন তার ছোট ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কেন তুমি তাকে টাকা পয়সা দাও? বাবা বললেন, দারিদ্র দূর করার জন্য আমি এ কাজ করি। তাছাড়া এটা তাদের হক। তখন তার ভাই W বলল, এটি পাগলের প্রলাপ।

ক) মৌলিক ইবাদত বলতে কি বুঝ? ১
খ) 'নামাজ মুমিনদর জন্য মিরাজ।'-ব্যাখ্যা কর। ২
গ) W ' এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ) দারিদ্র বিমোচনে V এর প্রচেষ্টা কতটুকু সহায়ক? তোমার পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁরই প্রেরিত নবীর দেখানো পথে যে কাজ করি, তাকে ইবাদত বলে। আর মৌলিক ইবাদত তথা সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ, এগুলোকে একত্রে মৌলিক ইবাদত বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	'নামাজ মু'মিনদের জন্য মিরাজ' সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। মহানবী সা: তাই বলেছেন,'সালাত মু'মিনের জন্য মিরাজস্বরূপ'। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ হয়, তা হাদীসে কুদসীতে আল্লাহর রাসূল এভাবে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ বলেন, সালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে ভাগাভাগী করা আছে। আর এই সময় আমার বান্দাহ যা চায় আমি তাই দিয়ে থাকি। বান্দাহ বলে,'আল হামদুল্লিাহ রাব্বিল আলামীন; আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করলো। বান্দাহ যখন বলে, আর রাহমানির রহীম' আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দাহ আমার গুণাগুণ বর্ণনা করছে। বান্দাহ যখন বলেন, মালিকি ইয়াওমিদ্দিন' আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দাহ আমার মর্যাদার স্বীকৃতি দিল। বান্দাহ যখন বলে, ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যা কা নাসতায়ীন' আল্লাহ তখন বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দাহর মধ্যে সমপর্কের মূল রহস্য এবং

				বান্দাহ যা চায় তা পায়। .... অতএব, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সালাত উত্তম ইবাদত। সালাতের মাধ্যমে বান্দাহ সর্বাধিক আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে। আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর মধ্যে সালাতই সালাতই সর্বোত্তম যোগসুত্র। এ কারণেই নবী করীম সা: বলেছেন, সালাত হলো মু'মিনদের জন্য মিরাজ স্বরূপ।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	'নামাজ মু'মিনদের জন্য মিরাজ'
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	W মূলত: যাকাত অস্বীকারকারীএবং মুরতাদ। যারা যাকাত আদায় করে না অর্থাৎ সম্পদের মধ্যে যে অন্যের অধিকার আছে তা আদায় করতে চায় না, তাদেরকে বুঝান হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এদেরকে মুরতাদ বলা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, Vএকজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। প্রতি রমজানে তিনি সম্পদের হিসাব নিকাশ করে অসহায় মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে তার সম্পদের একটি অংশ খরচ করেন। এ রমজানে যখন তিনি অসহায়দের সাহায্য করছিলেন তার ছোট ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কেন তুমি তাকে টাকা পয়সা দাও? বাবা বললেন, দারিদ্র দূর করার জন্য আমি এ কাজ করি। তাছাড়া এটা তাদের হক। তখন তার ভাই W বলল, এটি পাগলের প্রলাপ। W এর এ ধরনের মন্তব্য যাকাত অস্বীকারকারীর নামান্তর এবং মুরতাদের শামীল। আর যারা যাকাত আদায় করে না তারা মহাপাপী হিসেবে গণ্য হবে এবং জাহান্নামের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলে,'যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে অথচ তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, (হে নবী) আপনি তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সংবাদ প্রদান করুন।' তাছাড়া যারা যাকাত অস্বীকার করে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে মুরতাদ। আর মুরতাদদের শাস্তি হলো তাদেরকে হত্যা করা।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যারা যাকাত আদায় করে না অর্থাৎ সম্পদের মধ্যে যে অন্যের অধিকার আছে তা আদায় করতে চায় না, তাদেরকে বুঝান হয়েছে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	W মূলত: যাকাত অস্বীকারকারী।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	যাকাত। যদি কোন মুসলমানের নিজ নিজ পরিবার পরিজনের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানোর পর বছরান্তে যদি তার নিকট সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপা কিংবা তার সমপরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকে, তবে উক্ত সম্পদের শতকারা আড়াই (২.৫০%) ভাগ আল্লাহর নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাতাক বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, Vএকজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। প্রতি রমজানে তিনি সম্পদের হিসাব নিকাশ করে অসহায় মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে তার সম্পদের একটি অংশ খরচ করেন। এ রমজানে যখন তিনি অসহায়দের সাহায্য করছিলেন তার ছোট ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কেন তুমি তাকে টাকা পয়সা দাও? বাবা বললেন, দারিদ্র দূর করার জন্য আমি এ কাজ করি। তাছাড়া এটা তাদের হক। এর দ্বারা তিনি যাকাতের প্রদানের কথাই বলেছেন।

				দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের সবচেয়ে বেশী। যাকাতের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র-দু:স্থ মানুষের অভাব-অনাটন বিমচনে এবং জীবন-জীবিকার জোগানদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, Vএকজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। প্রতি রমজানে তিনি সম্পদের হিসাব নিকাশ করে অসহায় মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে তার সম্পদের একটি অংশ খরচ করেন। এ রমজানে যখন তিনি অসহায়দের সাহায্য করছিলেন তার ছোট ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কেন তুমি তাকে টাকা পয়সা দাও? বাবা বললেন, দারিদ্র দূর করার জন্য আমি এ কাজ করি। তাছাড়া এটা তাদের হক। এর দ্বারা তিনি যাকাতের প্রদানের কথাই বলেছেন।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যদি কোন মুসলমানের নিজ নিজ পরিবার পরিজনের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানোর পর বছরান্তে যদি তার নিকট সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপা কিংবা তার সমপরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকে, তবে উক্ত সম্পদের শতকারা আড়াই (২.৫০%) ভাগ আল্লাহর নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাতাক বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	যাকাত।

১০। X ও তার পরিবার একটি নিদিষ্ট মাসে ভোর হতে সন্ধা পর্যন্ত পানাহার, যৌন উপভোগ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকেন। এ সময় তিনি দরিদ্রদের প্রচুর দান করেন। মাগরিবের সময় মানুষকে পেটপুরে খাওয়ান। তার প্রতিবেশি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সারাদিন উপোস থেকে সন্ধায় এত মানুষ নিয়ে খাও কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

ক) যাকাতের নিসাব কি? ১

খ) মাসারিফে যাকাত বর্ণনা কর। ২

গ) আল্লাহর সন্তুষ্টির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) X এর কাজে ইসলামের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে। তারা সামাজিক গুরুত্ব আলোকপাত কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	যাকাতের নিসাব : মৌলিক প্রয়োজন বাদে যে পরিমাণ সম্পদ এক বছরকাল মালিকের নিকট থাকলে যাকাত ফরজ হয়, তাকে যাকাতের নিসাব বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মাসারিফে যাকাত বা যাকাত আদায়ের খাতসমুহ। যাকাত আদায়ের খাত মোট আটটি। যথা- ১. ফকীর ২. মিসকীন ৩. যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা ৪. অন্যের মন জয় করার জন্য ৫. দাস মুক্তির জন্য ৬. ঋণী ব্যক্তির ঋণ পরিশেধের জন্য ৭. আল্লাহর রাস্তায় ৮. মুসাফির
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মাসারিফে যাকাত বা যাকাত আদায়ের খাতসমুহ।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	সাওম। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, 'মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে রোজার নিয়তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রীয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোজা বলে।

				X ও তার পরিবার একটি নিদিষ্ট মাসে ভোর হতে সন্ধা পর্যন্ত পানাহার, যৌন উপভোগ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকেন। এ সময় তিনি দরিদ্রদের প্রচুর দান করেন। মাগরিবের সময় মানুষকে পেটপুরে খাওয়ান। তার প্রতিবেশি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সারাদিন উপোস থেকে সন্ধায় এত মানুষ নিয়ে খাও কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। X ও তার পরিবারের এ ধরণের কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে সাওমের শামীল। সাওমের ধর্মীয় উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কেননা বান্দা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁরই রেজামন্দি পাওয়ার প্রবল বাসনা নিয়ে সিয়াম পালন করে। রোজার মধ্যে কোনরূপ বাহ্যিকতা এবং লৌকিকতা নেই। রোজা একমাত্র আল্রাহর প্রেম ও ভালবাসার নিদর্শন। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা সিয়াম পালনকারীকে অত্যন্ত ভালবাসেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি রোজাদার একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের জন্য রোজা পালন করে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, 'মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে রোজার নিয়তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রীয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোজা বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সাওম।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	সাওম। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, 'মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে রোজার নিয়তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রীয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোজা বলে। উদদ্দীপকে দেখা যায় যে, X ও তার পরিবার একটি নিদিষ্ট মাসে ভোর হতে সন্ধা পর্যন্ত পানাহার, যৌন উপভোগ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকেন। এ সময় তিনি দরিদ্রদের প্রচুর দান করেন। মাগরিবের সময় মানুষকে পেটপুরে খাওয়ান। X ও তার পরিবারের এ ধরণের কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে সাওমের শামীল। সাওমের সামাজিক গুরুত্বগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো- ১. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করে ২. সাম্য প্রতিষ্ঠা করে ৩. ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে ৪. সদ্ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে ৫. আদর্শ সমাজ গঠনে সহযোগিতা করে ৬. ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে ৭. জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের চেতনায় উজ্জিবীত হরে ৮. ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের ট্রেনিং কোর্স ৯. দৈহিক সুস্থ্যতা আনায়ন করে ১০. পবিত্র ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলে ১১. আর্থ-সামাজিকতার ক্ষেত্র তৈরি করে
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে	উদদ্দীপকে দেখা যায় যে, X ও তার পরিবার একটি নিদিষ্ট মাসে ভোর হতে সন্ধা পর্যন্ত পানাহার, যৌন উপভোগ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকেন। এ সময় তিনি দরিদ্রদের প্রচুর দান করেন। মাগরিবের

			পারা	সময় মানুষকে পেটপুরে খাওয়ান। X ও তার পরিবারের এ ধরণের কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে সাওমের শামীল।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, 'মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে রোজার নিয়তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রীয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোজা বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সাওম।

১১। y একজন মধ্যবয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও যিকির আজকার করছেন অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্যের আশায়। তার ভাই z বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। তিনি শুধু মৌলিক ইবাদতটুকুই করেন। জীবন যাপনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, আমি ব্যস্ত মানুষ, সময় পাই না। তা ছাড়া একদম রাত জাগতে পারি না।

ক) নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কি বুঝ? ১

খ) হাসান বসরীর পরিচয় দাও। ২

গ) y এর আচরণ কোন দিকে ইঙ্গিত করে? তার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের আলোকে আত্মশুদ্ধির উপায়গুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	নৈতিক মূল্যবোধ এমন কিছু গুণাবলী যা নৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন পুত-পবিত্র জীবন গঠনে সহায়তা করে, তাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	হাসান বসরী একজন প্রখ্যাত তাবেঈ ছিলেন। তিনি ২১ হিযরী মোতাবেক ৬২৪ খ্রিঃ হযরত উমার রাঃ-এর খেলাফতের দুই বছর বাকী থাকতে মদীনার এক দাস পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার ডাক নাম আবু সাঈদ এবং পিতার নাম ইয়ামার।উম্মুল মু'মিনীন হযরত সালমা রাঃ-এর স্নেহ ও সাহচার্যে তিনি বেড়ে উঠেন। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সকল উম্মাহাতুল মু'মিনের স্নেহ মায়ামমতায় ধন্য হন। তারপর তিনি পিতার সাথে বসরায় চলে যান এবং সেখানে তিনি বসতি স্থাপন করেন। এ কারণে তাকে আল বসরি বলা হয়। শৈশবে তিনি পবিত্র কুরআন হেফজ করেন এবং বিদ্যার সকল বিভাগকে রপ্ত করেন। আল কুরআনের পঠন-পাঠন, হাদীসের বর্ণনা এবং ইসলামী বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি তার জীবন অতিবাহিত করেন। তার সম্পর্কে ইমাম সা'দ বলেছেন,'হাসান বসরি ছিলেন বহু পূর্ণতার সমাবেশ, উঁচু স্তরের আলীম, সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি, ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ফকীহ, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি নির্মোহ আবিদ, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, স্পষ্ট প্রাঞ্জলভাষী সুদর্শন এক পুরুষ।' অবশেষে হিযরী ১১০ হিযরী মোতাবেক ৭২৮ খ্রিঃ ৮৮ বছর বয়সে এক জুময়ার রাতে তিনি আখেরাতের পথে যাত্রা করেন। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত আইউব ও হযরত হুমায়দ আত-তাবিল তাকে গোসল দেন। দ্বিতীয় দিন জুমআর নামাজের পর জানাযা নামাজ পড়া হয়। জানাজায় উপচে পড়া ভিড় ছিল। দাফনের জন্য বসরার সব মানুষ কবস্থানে চলে যায়। ফলে শহর জনশূণ্যে পরিণত হয়। ঐ দিন বসরার জামে মসজিদে আসরের নামাজ আদায়ের জন্য কোন নামাজি ছিল না। ফলে মসজিদে আসরের নামাজের জামায়াত হতে পারেনি।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হাসান বসরীর পরিচয়।

গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	তাসাউফ। ইমাম আল গাজ্জালী বলেন,'তাসাউফ এমন একটি বিদ্যা. যা মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করে, মনুষত্ত্বের চুড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে দেয়।' অথবা, 'তাসাউফ হলো মু'মিনদের হৃদয়ের জ্যোতি, যা নবী করীম সা:-এর প্রদীপ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।' অথবা, জুনাইদ বাগদাদী বলেন, 'জীবন ও মরণ এবং আর সব ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভর করার নামই তাসাউফ বা সূফিবাদ। অথবা, বায়েজীদ বোস্তামী বলেন,'আল্লাহর ইবাদতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হওয়া এবং আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে পার্থিব দু:খ কষ্ট সানন্দে বরণ করাকে তাসাউফ বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, y একজন মধ্যবয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও যিকির আজকার করছেন অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্যের আশায়। y-এর এ ধরণের ইবাদত করা তাসাউফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইমাম আল গাজ্জালী বলেন,'তাসাউফ এমন একটি বিদ্যা. যা মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করে, মনুষত্ত্বের চুড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে দেয়।' অথবা, 'তাসাউফ হলো মু'মিনদের হৃদয়ের জ্যোতি, যা নবী করীম সা:-এর প্রদীপ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।'
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	তাসাউফ।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	তাসাউফ। ইমাম আল গাজ্জালী বলেন,'তাসাউফ এমন একটি বিদ্যা. যা মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করে, মনুষত্ত্বের চুড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে দেয়।' উদ্দীপকে দেখা যায় যে, y একজন মধ্যবয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও যিকির আজকার করছেন অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্যের আশায়। y-এর এ ধরণের ইবাদত করা তাসাউফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আত্মশুদ্ধির উপায়গুলো নিম্নরূপ : ১. মানবীয় সৎগুণাবলী অর্জন এবং পাশবিক চরিত্র দমনের মাধ্যমে তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করা যায়। ২. উস্তাদের শরণাপন্ন হওয়া এবং তার সাহচার্য লাভ করা। ৩. ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে আমল করা। ৪. শরীয়তের বিধান পালনের জন্য কঠোর সাধনা করা। ৫. দুনিয়ার চিন্তামুক্ত হয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া ৬. আত্মসমালোচনা করা। ৭. ধ্যানেমগ্ন থাকা। মোটকথা, পুত-পবিত্র মনে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদতের মাধ্যমেই আত্মশুদ্ধি বা তাসাউফ অর্জন করা যায়।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, y একজন মধ্যবয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও যিকির আজকার করছেন

			পারা	অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্যের আশায়। y-এর এ ধরণের ইবাদত করা তাসাউফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইমাম আল গাজ্জালী বলেন,'তাসাউফ এমন একটি বিদ্যা. যা মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করে, মনুষত্ব্যের চুড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে দেয়।'
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	তাসাউফ।

উচ্চ মাধ্যমিক পাবলিক পরীক্ষা-২০১৭
বিষয় : ইসলাম শিক্ষা
পত্র : দ্বিতীয়
শ্রেণি : একাদশ

বিষয় কোড		
২	৫	০

সময়: ২ ঘন্টা ২০মিনিট **পূর্ণমান: ৭০**

সৃজনশীল প্রশ্ন

(ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশগুলোর উত্তর দাও। যে কোন সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।)

১। জনাব জ, ল এবং ফ তিন ভাই। জ সদা সত্য কথা বলে এবং ইসলামী বিধান অনুসারে জীবন যাপন করে। অপরদিকে ফ অসত্য কথা বলে এবং ইসলাম পরিপন্থী কাজে লিপ্ত। ল, জ এর সাথে থাকলে নামাজ-রোজা পালন করে। আর ফ এর সাথে থাকলে বলে নামাজ-রোজার প্রয়োজন নেই।

ক) ঈমান কী? ১

ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। পরিভাষায়,'আল্লাহ, তার রাসূলগণ, ফিরিশতাগণ, কিতাবসমুহ, পরকাল, তাকদীরের ভাল-মন্দ এবং মৃত্যুর পর পূণরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলে।

খ) ব্যাখ্যা কর-فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضاً ২

এটি সূরা বাকারার একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত।

আয়াতটি অর্থ হলো, তাদের অন্তর সমুহে ব্যাধি বা রোগ রয়েছে। অতএব আল্লাহ তাদের সে রোগকে আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের কপট ও শঠতাপূর্ণ কার্যক্রমের কারণ এবং এর চিরস্থায়ী পরিণতির বিষয়টির দিকে নির্দেশ করেছেন।

মুনাফিকরা মুখে ঈমানের দাবী করলেও মনে মনে তারা কুফুরী লালন করে। তারা ঈমান আনার কথা বলে মূলত: আল্লাহ তায়ালা ও মুমিনদের সাথে প্রতারণা করতে চায়। আর তাদের এ ধরণের আচরণের কারণ হলো তাদের অন্তরে নিফাক, কুফুর, শিরক, হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ভ-অহংকার ও ঘৃণার মতো মানসিক ব্যাধি রয়েছে। যে ব্যাধিকে আল্লাহ তায়ালা আরো বৃদ্ধি করে দেন। ফলে তাদের হেদায়েত পাওয়ার বিষয়টি অসম্ভব হয়ে পড়েছে।তাই পরকালে তাদের জন্য পিড়াদায়ক শাস্তি রয়েছে।

গ) ফ এর কর্মকান্ডে সূরা বাকারায় বর্ণিত কোন চরিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

কাফির।

যারা আল্লাহ, রাসূল, ফিরিশতা, তাকদির ও আখিরাতকে বিশ্বাস করে না বরং অস্বীকার করে তাদেরকে কাফির বলা হয়।

জনাব জ, ল এবং ফ তিন ভাই। জ সদা সত্য কথা বলে এবং ইসলামী বিধান অনুসারে জীবন যাপন করে। অপরদিকে ফ অসত্য কথা বলে এবং ইসলাম পরিপন্থী কাজে লিপ্ত। ফ এর এ ধরণের কর্মকান্ড কুফুরীর শামীল। এদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা মহর মেরে দিয়েছেন। সুতরাং তারা কথনো ঈমান আনবে না।

ঘ) জ এর চরিত্র বিশ্লেষণপূর্বক আখিরাতে তার অবস্থান নিরূপন কর। ৪ জ একজন মুত্তাকীন ব্যক্তি।

মুত্তাকীন ব্যক্তি হলো, তারা যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে। যারা আসমান থেকে নাযিলকৃত কিতাব সমুহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তারা আখিরাতের প্রতিও বিশ্বাসী।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, জনাব জ, ল এবং ফ তিন ভাই। জ সদা সত্য কথা বলে এবং ইসলামী বিধান অনুসারে জীবন যাপন করে। জ এর ধরণের জীবন যাপন করা মুত্তাকীনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সুতরাং আল কুরআনে বর্ণিত সূরা বাকারার আলোকে এ ধরণের চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ মুত্তাকীনদের চরিত্রের সাথে মিল রয়েছে। আর মুত্তাকী ব্যাক্তিরাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং তারাই সফলকাম হয়। অর্থাৎ মুত্তাকী ব্যক্তিরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২। জনাব আসিফ তার বন্ধু সাদিক ও নাইমাকে তার খামার দেখাতে গেলেন। খামার দেখে মুগ্ধ হয়ে সাদিক বলল, আপনি খুব ভাগ্যবান। আল্লাহ আপনাকে অনেক ফসল দিয়েছেন। এ কথা শুনে নাইম বলল, আল্লাহ ও ভাগ্য বলে কিছু নেই। আসিফ প্রচুর

পরিশ্রম ও অনেক বিনিয়োগ করেছেন তাই তাই ভালো ফসল পেয়েছেন। তখন আসিফ নাইমকে ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ فِرَاشاً وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ পাঠ করে শুনালেন।

ক) ٱلسُّفَهَآءُ অর্থ কি? ১

ٱلسُّفَهَآءُ আরবী শব্দ। যার অর্থ নির্বোধ বা মূর্খ বা অজ্ঞ।

খ) ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ এর মর্মার্থ লিখ। ২

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ

এ আয়াতটির অর্থ হলো, 'এটি সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।'

অর্থাৎ এই কিতাব বলতে আল কুরআনকে বুঝান হয়েছে। আর কুরআন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেন, এটি এমন একটি গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ বা সংসয়ের অবকাশ নেই বরং এটি ত্রুটিমুক্ত।

গ) পঠিত আয়াত দ্বারা কি বুঝান হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) নাইমের পরিণতি মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ এ আয়াতটির অর্থ হলো, 'এটি সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।'
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি তার নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর করার জন্য অগণিত অনুগ্রহ দান করেছেন। যাকে আল কুরআনে নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দীপকে উল্লেখিত আয়াতেবলা হয়েছে, তিনি (আল্লাহ) যিনি তোমাদের জন্য জমীনকে বিছানা আর আকাশকে ছাদ-এর ন্যায় তৈরি করেছেন। অতপর তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, এরপর সে পানি দিয়ে বিভিন্ন ধরণের ফলমূল উৎপাদন করে তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। উল্লেখিত আয়াতে আ এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি তার নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সীমাহীন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীতে মানুষের জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর করার জন্য অগণিত অনুগ্রহ দান করেছেন। যাকে আল কুরআনে নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি তার নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	উদ্দীপকে নাইম একজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি কাফির। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে অস্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও পরিশ্রমকে অগ্রাধিকার দেয় সে মূলত: অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত এবং সে কাফির হিসেবে গন্য। উদ্দীকে দেখা যায় যে, নাঈম আল্লাহ এবং ভাগ্যকে অস্বীকার

				করেছে। সে বলেছে, আল্লাহ ে ভাগ্য বলতে কিছু নেই। বরং আসিফের প্রচুর পরিশ্রম ও বেশি বিনিয়োগের কারণে ভাল ফসল পেয়েছে। তাই বলা যায় নাঈমের এ ধরণের বক্তব্য কুফুরের শামীল। সুতরাং যারা কুফুরী করে আল্লাহ তাদের অন্তর ও শ্রবণশক্তির উপর মোহর মেরে দেন, দৃষ্টিশক্তির উপর আবরণ দিয়ে দেন এবং তাদের জন্য রয়েছে পিড়াদায়ক শাস্তি। যেহেতু নাঈম কুফুরী করেছে তাই তার শেষ পরিণতি হলো জাহান্নাম। যে সে ঐ ধরণের শাস্তি ভোগ করবে এবং তা চিরদিন ভোগ করতে হবে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীকে দেখা যায় যে, নাঈম আল্লাহ এবং ভাগ্যকে অস্বীকার করেছে। সে বলেছে, আল্লাহ ে ভাগ্য বলতে কিছু নেই। বরং আসিফের প্রচুর পরিশ্রম ও বেশি বিনিয়োগের কারণে ভাল ফসল পেয়েছে। তাই বলা যায় নাঈমের এ ধরণের বক্তব্য কুফুরের শামীল।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া নিয়ামতকে অস্বীকার করে নিজের যোগ্যতা ও পরিশ্রমকে অগ্রাধিকার দেয় সে মূলত: অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত এবং সে কাফির হিসেবে গন্য।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	উদ্দীপকে নাইম একজন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি কাফির।

৩। বক্তা একটি জাতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আল্লাহ সেই জাতির মধ্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেন। তাছাড়া তাদের মান্না ও সালাওয়া দান করেন।সেই সময় একজন অত্যাচারী শাসক তাদের স্বাধীনতা হরণ করে দাসে পরিণত করে। এমনকি তাদের পুত্রদের হত্যা করত আর কন্যাদের অব্যাহতি দিত।

ক) **مُتَّقِ** এর সংজ্ঞা দাও? ১

খ) অনুবাদ কর: **وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ** ২

গ) উদ্দীপকে কোন শাসক সম্পর্কে বলা হয়েছে? তার পরিণতি লেখ। ৩

ঘ) উদ্দীপকে কোন জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে? তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা যে অনুগ্রহরাজি দান করেছিলে তা বর্ণনা কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মুত্তাকী অর্থ পরহেজগার, আল্লাহভীরু, আল্লাহতে নিবেদিত প্রাণ। ইবনে আব্বাস রা. বালেন, যারা ঈমান গ্রহণ করে শিরক, করীরাহ গুনাহ, ফাহেশা কাজ হতে বিরত থাকেন এবং আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করেন, তারাই মুত্তাকী। হাসান বসরী বলেন, যারা হারাম কাজ থেকে বিরত থেকে ফরজ কাজ সমুহ পালন করেন, তারাই মুত্তাকী। ইমাম কালবী বলেন, যারা কবীরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকেন, তারা মুত্তাকী। কাতাদাহ বলেন, যারা অদৃশ্যে বিশ্বাসী, সালাত কায়েম করে, আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় করে, কিতাবসমুহের প্রতি বিশ্বাস করে এবং আখিরাতে বিশ্বাসী তারাই মুত্তাকী।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	**وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ** অর্থ: মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা বিশ্বাসী নয়।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	**وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ**
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য	শাসকের নাম ফিরাউন।

গ			অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	প্রাচীনকালে আমালিকা বংশ থেকে যে ব্যক্তিই তাদের শাসক মনোনিত হতো তার রাষ্ট্রীয় উপাদী হতো ফিরাউন। কাজেই ফিরাউন কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। বরং এটি ছিল রাজা বাদশাদের উপাধি। হযরত মুছা আ. এর সমসাময়িককালে যে বাদশা ছিল তার নাম ছিল ওয়ালিদ বিন মাসয়াব। ফিরাউনদের মধ্যে সে ছিল কুৎসিত মানসিকতার অধিকারী। উদ্দীপকে দেখা যায় বক্তা একটি জাতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আল্লাহ সেই জাতির মধ্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেন। তাছাড়া তাদের মান্না ও সালাওয়া দান করেন।সেই সময় একজন অত্যাচারী শাসক তাদের স্বাধীনতা হরণ করে দাসে পরিণত করে। এমনকি তাদের পুত্রদের হত্যা করত আর কন্যাদের অব্যাহতি দিত। সেই অত্যাচারী শাসক হলো ফিরাউন। সে বণী ইস্রাঈলদেরকে মূলত: দাসে পরিণত করেছিল। যার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে নীল নদে ডুবিয়ে হত্যা করেছিল।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	প্রাচীনকালে আমালিকা বংশ থেকে যে ব্যক্তিই তাদের শাসক মনোনিত হতো তার রাষ্ট্রীয় উপাদী হতো ফিরাউন। কাজেই ফিরাউন কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিল না। বরং এটি ছিল রাজা বাদশাদের উপাধি। হযরত মুছা আ. এর সমসাময়িককালে যে বাদশা ছিল তার নাম ছিল ওয়ালিদ বিন মাসয়াব। ফিরাউনদের মধ্যে সে ছিল কুৎসিত মানসিকতার অধিকারী।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	শাসকের নাম ফিরাউন।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	বনি ইস্রাঈল। হযরত ইয়াকুব আ. এর উপাধি ছিল ইস্রাঈল। ইস্রাঈল শব্দের অর্থ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। হযরত ইয়াকুব ছিলেন নবীকূলের শিরোমনি হযরত ইব্রাহীম আ. এর পুত্র হযরত ইসহাকের পুত্র। আর হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধরেরা বনি ইস্রাঈল নামে পরিচিত। উদ্দীপকে দেখা যায় বক্তা একটি জাতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আল্লাহ সেই জাতির মধ্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেন। তাছাড়া তাদের মান্না ও সালাওয়া দান করেন। সুতরাং উল্লেখিত আলোচনায় মূলত: বনি ইস্রাঈলদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উদ্দীপকে আলোচিত বনি ইস্রাঈলদেরকে আল্লাহ তায়ালা অনেক অনুগ্ররাজি দান করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ, মান্না সালাওয়া দান করা, মেঘ মালার ছায়া দান, অন্যান্য জাতির উপর প্রাধান্য দান,পাথর থেকে পানির ব্যবস্থা, ভূমিজাত খাদ্যের ব্যবস্থা ও পূণর্জীবন লাভ ইতৗাদি।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় বক্তা একটি জাতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আল্লাহ সেই জাতির মধ্যে অনেক নবী রাসূল প্রেরণ করেন। তাছাড়া তাদের মান্না ও সালাওয়া দান করেন। সুতরাং উল্লেখিত আলোচনায় মূলত: বনি ইস্রাঈলদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	হযরত ইয়াকুব আ. এর উপাধি ছিল ইস্রাঈল। ইস্রাঈল শব্দের অর্থ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। হযরত ইয়াকুব ছিলেন নবীকূলের

				শিরোমনি হযরত ইব্রাহীম আ. এর পুত্র হযরত ইসহাকের পুত্র। আর হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধরেরা বনি ইস্রাঈল নামে পরিচিত।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	বনি ইস্রাঈল।

৪। J সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। ইসলামী বিধি বিধান সম্পর্কে ভালভাবে জানত না। কথিত ইসলামী পন্ডিত k তাকে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক চলার পরামর্শ দেয়। অথচ k মাঝে মাঝে নামাজ ত্যাগ করে, অনাহারীকে খাবার দেয় না, তার স্ত্রী ও কন্যারা পর্দাকরে না। k সম্পর্কে ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলে, ইমাম সাহেব আয়াগুলো পাঠ করেন **أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ**

ক) বনি ইস্রাঈল কারা? ১

খ) অর্থ লিখ: **وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** ২

গ) k এর চরিত্র কোন সম্প্রাদায়ের সাথে মিলে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ) J কি ভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য পাবে? পাঠ্য পুস্তাকের আলোকে বর্ণনা কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	হযরত ইয়াকুব আ. এর উপাধি ছিল ইস্রাঈল। ইস্রাঈল শব্দের অর্থ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। হযরত ইয়াকুব ছিলেন নবীকূলের শিরোমনি হযরত ইব্রাহীম আ. এর পুত্র হযরত ইসহাকের পুত্র। আর হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশধরেরা বনি ইস্রাঈল নামে পরিচিত।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	**وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** এর অর্থ হলো, 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে ফেলো নাএবং জেনে বুঝে তোমরা সত্যকে গোপন করো না।'
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	**وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ**
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	ইহুদী সম্প্রদায়ের ধর্মজাযক। ইহুদী সম্প্রদায়ের যারা ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞ বিশেষ করে তাওরাতের পন্ডিত ছিল তাদেরকে পূরোহিত বা ধর্মজাযক বলা হতো। উদ্দীপে দেখা যায় যে, J সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। ইসলামী বিধি বিধান সম্পর্কে ভালভাবে জানত না। কথিত ইসলামী পন্ডিত k তাকে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক চলার পরামর্শ দেয়। অথচ k মাঝে মাঝে নামাজ ত্যাগ করে, অনাহারীকে খাবার দেয় না, তার স্ত্রী ও কন্যারা পর্দাকরে না। k এর এ ধরণের চরিত্র আল কুরআনে বর্ণিত ইহুদী ধর্মজাযক ও পূরোহিতদের কর্মকান্ড ও আচরণের শামীল। ইহুদী পূরোহিতরা তাদের অনুসারিদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ করত কিন্তু নিজেরা তা ভুলে যেত। যা ইসলামের কবিরাহ গুনাহ।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইহুদী সম্প্রদায়ের যারা ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞ বিশেষ করে তাওরাতের পন্ডিত ছিল তাদেরকে পূরোহিত বা ধর্মজাযক বলা হতো।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইহুদী সম্প্রদায়ের ধর্মজাযক।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	জ্ঞান অর্জনের জুরুত্ব। আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা আমলের পূর্বশর্ত হলো জানা। আর কোন কিছু মানতে হলে জানতে হবে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, J সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। ইসলামী বিধি বিধাম্পৎসম্পর্কে ভালভাবে জানত না এবং আমল করতো না।

				সুতরাং J এর ইসলাম সম্পর্কে না জানা ও নামানার ব্যাপারটা অজ্ঞদের শামীল। যার কারণে সে ধোকায় পতিত হয়ে গোমরাহী হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। J ইসলাম সম্পর্কে না জানার কারণে কথিত পন্ডিতরা তাকে ভুল পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে। সে গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়েছে। সুতরাং J যদি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে চায় তাহলে সর্বপ্রথম তাকে ইসলামী বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কুরআন হাদীস ও ফিকাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী সে যদি ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, অর্থনৈতিক জীবনে পরিপূর্ণভাবে মানতে পারে তা হলে সে অবশ্যই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, J সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ। ইসলামী বিধি বিধাম্পৎসম্পর্কে ভালভাবে জানত না এবং আমল করতো না। সুতরাং J এর ইসলাম সম্পর্কে না জানা ও নামানার ব্যাপারটা অজ্ঞদের শামীল। যার কারণে সে ধোকায়
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা আমলের পূর্বশর্ত হলো জানা। আর কোন কিছু মানতে হলে জানতে হবে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	জ্ঞান অর্জনের জুরুত্ব।

৫। L. M ও N তিন বন্ধু। L মাদকাসক্ত, সে ধর্মীয় নির্দেশনা মানে না। M ও N প্রত্যাহ এশার নামাজের পর কুরআন-হাদীস নিয়ে আলোচনা করে। আজকাল M নামাজ শেষে দোকানে বসা শুরু করেছে। N এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে। M. N কে বলে মহানবী সা. এর হাদীস ।

ক) হাদীসে কুদসী কাকে বলে? ১

খ) ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ও কি কি? ২

গ) মাদকের সাথে জড়িত সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন। তারা কারা? ব্যাখ্যা কর । ৩

ঘ) M এর বর্তমান কর্মকান্ডর যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	কুদসী শব্দের অর্থ পবিত্র, আর হাদীস শব্দের অর্থ বাণী। সুতরাং হাদীসে কুদসী শব্দের অর্থ পবিত্র বাণী। পরিভাষায়, যে হাদীসের শব্দ ও ভাষা রাসূলুল্লাহ সা. এর নিজস্ব কিন্তু তার অর্থ, ভাব ও মূলকথা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ইলহাম বা শব্দযোগে প্রাপ্ত, তাকে হাদীসে কুদসী বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ইসলামের স্তম্ভ মোট পাচটি। যথা- এ কথা সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নেই এবং মুহাম্মদ সা. তার বান্দা ও রাসূল, নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ পালন করা এবং রমজান মাসে রোজা রাখা।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইসলামের স্তম্ভ মোট পাঁচটি।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	মাদক। যা খেলে বা পান করলে মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পায় তাই মাদক। আর যারা মাদকের সাথে জড়িত এমন সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন।

				অভিশপ্ত সাত শ্রেণির লোকেরা হলো- ১। মদ পানকারী অর্থাৎ যিনি মদ সেবন করেন। ২। যে বা যিনি পান করান ৩। মদের ক্রেতা-বিক্রেতা ৪। মদ প্রস্তুতকারী ৫। মদ সরবরাহকারী ৬। বহনকারী অর্থাৎ যিনি বহন করে নিয়ে আসেন এবং ৭। যার নিকট বহন করে নিয়ে আসা হয়। এরা সকলে আল্লাহর অভিশাপে অভিশপ্ত।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যা খেলে বা পান করলে মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পায় তাই মাদক। আর যারা মাদকের সাথে জড়িত এমন সাত শ্রেণির লোককে আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ দিয়েছেন।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মাদক।
		উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্তনিতে পারা/সমাধান করতে পারা	হালাল উপার্জনের প্রতি গুরুত্ব। হালাল উপার্জন মালে বৈধ ও ন্যায়সংগত পন্থায় উপার্জন। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দোশত ও অনুমোদিত পন্থায় যে আয় উপার্জন হয় তাই হালাল উপার্জন। হালাল উপার্জন সকলের জন্য কল্যাণকর। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আজকাল M নামাজ শেষে দোকানে বসা শুরু করেছে। N এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে। M. N কে বলে মহানবী সা. এর হাদীস'হালাল উপার্জন করা ফরজের উপরবড় ফরজ। যেহেতু M এখন নামাজ শেষে দোকানে বসে ব্যবসা পরিচালনা করে উপার্জন করা শুরু করেছে সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা M এর এ ধরণের কর্মকান্ড হালাল উপার্জনের শামীল। যা ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। সুতরাং বলা যায় হালাল উপার্জন করা মুমিনের অধিকার। এ অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা অন্যায়। হালাল উপার্জন মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলে। রাসূল সা. বলেছেন, নিজ হাতে উপার্জিত অর্থে খাদ্য গ্রহণ অপেক্ষা উত্তম আর কিছু নেই। হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। তাছাড়া হালাল উপার্জন করে সকল নবী-রাসূলগণ জীবিকা নির্বাহ করেছেন। অতএব হালাল উপার্জনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ শ্রমের মাধ্যমে হালাল রিযিক অন্বেষণ করা।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, আজকাল M নামাজ শেষে দোকানে বসা শুরু করেছে। N এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে। M. N কে বলে মহানবী সা. এর হাদীস'হালাল উপার্জন করা ফরজের উপরবড় ফরজ। যেহেতু M এখন নামাজ শেষে দোকানে বসে ব্যবসা পরিচালনা করে উপার্জন করা শুরু করেছে সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা M এর এ ধরণের কর্মকান্ড হালাল উপার্জনের শামীল। যা ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	হালাল উপার্জন মালে বৈধ ও ন্যায়সংগত পন্থায় উপার্জন। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দোশত ও অনুমোদিত পন্থায় যে আয় উপার্জন হয় তাই হালাল উপার্জন। হালাল উপার্জন সকলের জন্য কল্যাণকর।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হালাল উপার্জনের প্রতি গুরুত্ব।

৬। P ও Q দুই ভাই। P পরনিন্দা করে, অশ্লীল কথা বলে, মানুষকে অভিশাপ দেয় এবং যে কোন হীন কাজ করতে পারে। Q একজন ফল ব্যবসায়ী। ফরমালিন ও কারবাইডমুক্ত ফল বিক্রি করে। জীবনে সে কখনো ওজনে কম দেয়নি ও খারাপ ফল বিক্রি করেনি। সে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক জীবন যাপন করে।

ক) ঈমানের সর্বোৎকৃষ্ট শাখা কোনটি? ১

খ) 'উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম' -ব্যাখ্যা কর। ২

গ) P এর স্বভাবের সাথে হাদীসের কোন চরিত্রের মিল আছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ) Q এর কর্মকান্ড মূল্যায়ন করে আখেরাতে তার অবস্থান নিরুপন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	ঈমানের সর্বোৎকৃষ্ট শাখা হলো,'এ কথা স্বাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।'
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	হাদীসটির অর্থ হলো,' উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।' হাদীসে দান গ্রহীতার উপর দানকারীকে প্রাধান্য দিয়ে দান গ্রহনকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দানগ্রহীতার হাত থেকে দানকারীর হাত উত্তম। কেননা যে দান গ্রহন করে সে হাত পেতে নেয় বলে তার হাত নিচে থাকে। মর্যাদার এ পার্থক্যের কারণ হলো দাতা তার দানের মাধ্যমে দান গ্রহীতার উপকার করে থাকে এবং দানের অর্থে তার প্রয়োজন পূরণ হয় বলে অন্তত দাতার কাছে দানগ্রহীতা মর্যাদাহীন বিবেচিত হয়। সুতরাং দান গ্রহনের চেয়ে দান করার যোগ্যতা ও মানসিকতা অর্জন করতে হবে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হাদীসটির অর্থ হলো,' উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।'
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	বদ অভ্যাস বা ঈমান বিনষ্টকারী চারিত্রিক গুণাবলী। মহানবী সা. এমন কিছু বদ অভ্যাস বা কু-স্বভাবের কথা বলেছেন যা কোন মুমিন ব্যাক্তির মধ্যে থাকা উচিৎ নয়। যা ঈমানকে নষ্ট করে দেয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, P পরনিন্দা করে, অশ্লীল কথা বলে, মানুষকে অভিশাপ দেয় এবং যে কোন হীন কাজ করতে পারে। সুতরাং P এর এ ধরনের স্বভাব ঈমান বিনষ্টকারী বেঈমান লোকের স্বভাবের শামীল। যা পরিত্যাগ করা সকলের উচিৎ।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, P পরনিন্দা করে, অশ্লীল কথা বলে, মানুষকে অভিশাপ দেয় এবং যে কোন হীন কাজ করতে পারে। সুতরাং P এর এ ধরনের স্বভাব ঈমান বিনষ্টকারী বেঈমান লোকের স্বভাবের শামীল। যা পরিত্যাগ করা সকলের উচিৎ।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মহানবী সা. এমন কিছু বদ অভ্যাস বা কু-স্বভাবের কথা বলেছেন যা কোন মুমিন ব্যাক্তির মধ্যে থাকা উচিৎ নয়। যা ঈমানকে নষ্ট করে দেয়।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	সৎ ব্যবসায়ীদের সম্মান ও মর্যাদা। রাসূল সা. ছিলেন একজন সৎ ব্যবসায়ী। বৈধ পথে এবং সৎ ভাবে যারা ব্যবসা করে আল্লাহ ও তার রাসূল তাদেরকে খুব পছন্দ করেন। ব্যবসা বানিজ্য একটি মহৎ পেশা। এ পেশায় সততা অবলম্বন করা অপরিহার্য। আর এ কারণে ব্যবসায়ীদের মর্যদা ও সম্মান অনেক বেশি। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, Q একজন ফল ব্যবসায়ী। ফরমালিন ও কারবাইডমুক্ত ফল বিক্রি করে। জঅবনে সে কখনো ওজনে কম

				দেয়নি ও খারাপ ফল বিক্রি করেনি। সে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক জীবন যাপন করে। Q এর এ ধরণের কর্মকান্ড একজন সৎ ব্যবসায়ীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই আমাদের সকলকে ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা প্রদর্শণ করা উচিৎ। সুতরাং Q একজন ব্যবসায়ী। ব্যবসায় সততার কারণে সে একজন সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে সক্ষম হয়েছে। ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলা সুকঠিন তাই এটি একটি টূণ্যের ও কল্যাণের কাজ। যে ব্যবসায়ী বিশ্বস্ততার সাথে বৈধভাবে ব্যবসা-বানিজ্য পরিচালনা করেন, শেষ বিচারের দিন তিনি তার প্রতিদান স্বরূপ মহান শহীদদের ন্যায় উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবেন। শহীদগণের সহিত পরম সুখময় অনন্ত নিবাস জান্নাতে তাদের আবাসস্থাল হবে। যেহেতু Q একজন সৎ ব্যবসায়ী সুতরাং কিয়ামতের দিন প্রতিদান হিসেবে সে শহীদদের সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, Q একজন ফল ব্যবসায়ী। ফরমালিন ও কারবাইডমুক্ত ফল বিক্রি করে। জঅবনে সে কখনো ওজনে কম দেয়নি ও খারাপ ফল বিক্রি করেনি। সে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক জীবন যাপন করে। Q এর এ ধরণের কর্মকান্ড একজন সৎ ব্যবসায়ীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই আমাদের সকলকে ব্যবসার ক্ষেত্রে সততা প্রদর্শণ করা উচিৎ।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	রাসূল সা. ছিলেন একজন সৎ ব্যবসায়ী। বৈধ পথে এবং সৎ ভাবে যারা ব্যবসা করে আল্লাহ ও তার রাসূল তাদেরকে খুব পছন্দ করেন। ব্যবসা বানিজ্য একটি মহৎ পেশা। এ পেশায় সততা অবলম্বন করা অপরিহার্য। আর এ কারণে ব্যবসায়ীদের মর্যদা ও সম্মান অনেক বেশি।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সৎ ব্যবসায়ীদের সম্মান ও মর্যাদা।

৭। R এর ছেলে বিদেশে থাকে। বাবার জন্য সে মোবাইল ফোন পাঠিয়েছে। তার ভাই তাকে মোবাইল ব্যবহার করতে নিষেধ করে। কারণ এটি বিদায়াত। R মোবাইলের বৈধতা জানার জন্য ইসলামী রিচার্স ফাউন্ডেশনের সভাপতির নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। পরের দিন সভাপতি বিজ্ঞ আলিমগণকে সভায় আহবান জানান। মোবাইল ফোনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়াদি বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত দেন যে, মোবাইল ব্যবহার শরীয়তসম্মত।

ক) কিয়াস কি? ১

খ) কিয়াসের হুকুম বর্ণনা কর। ২

গ) ইসলামী আইনের কোন উৎসবলে মোবাইল ব্যবহার করা বৈধ? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ) মুসলিম সমাজে ইজমার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	কিয়াস শব্দের অর্থ অনুসরণ করা, তুলনা করা, পরিমাপ করা, সামঞ্জস্যপূর্ণ করা ইত্যাদি। পরিভাষায়, 'কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে পনবর্তী সময়ে উদ্ভুত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। ফিকাহবিদগণের মতে, যে বিষয়ে কোন হুকুম নেই, সেই বিষয়ে কোন হুকুম প্রকাশ করাকে কিয়াস বলে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে	কিয়াসের হুকুম। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। যেমন-

খ			রাখতে পারা	● ইমাম আবু হানিয়ার মতে, নিশ্চয় কিয়াস প্রবল ধারণা প্রসূত জ্ঞান দান করে এবং এর উপর আমল করা ওয়াজিব। ● আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, 'যে ক্ষেত্রে কুরআন ও হামীসের নির্দেশনা পাওয়া যাবে না, সে ক্ষেত্রে হুকুম হলো, সে বিষয়ে কুরআন ও হামীসের যে নির্দেশনা আছে তার সাথে তুলনা করে আমল করা ওয়াজিব। ● আর কিয়াসের বিপরীত খবরে ওয়াহেদ পাওয়া গেলে কিয়াসের উপর আমল করা ওয়াজিব হবে না। আবার কিয়াস অস্বীকারকারীদের কাফির বলা যাবে না।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	কিয়াসের হুকুম।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	ইজমা। ● ইজমার অর্থ একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। আর পরিভাষায়, একই যুগের উম্মতি মুহাম্মাদির সকল সৎকর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোন বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষন করাকেত ইজমা বলে। ● সাধারণভাবে, রাসূল সা.-এর পরে কোন এক সময়কার মুসলিম উম্মতের সমস্ত মুস্তাহিদ একত্রিত ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শরীয়তের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাকে ইজমা বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, R এর ছেলে বিদেশে থাকে। বাবার জন্য সে মোবাইল ফোন পাঠিয়েছে। তার ভাই তাকে মোবাইল ব্যবহার করতে নিষেধ করে। কারণ এটি বিদায়াত। R মোবাইলের বৈধতা জানার জন্য ইসলামী রিচার্স ফাউন্ডেশনের সভাপতির নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। পরের দিন সভাপতি বিজ্ঞ আলিমগণকে সভায় আহবান জানান। মোবাইল ফোনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়াদি বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত দেন যে, মোবাইল ব্যবহার শরীয়তসম্মত। যেহেতু মোবাইল ব্যবহারের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোন নির্দেশনা নেই। তাই আলিমগণ বিচার বিশ্লেষণ করে মোবাইল ফোন ব্যবহারে ঐক্যমত হয়েছেন। যেহেতু আলিমগণ মোবাইল ফোন ব্যবহারে ঐক্যমত হয়েছেন সেহেতু এটা ইজমার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ । এটি ইসলামী শরীয়তের তৃতীয় উৎস।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইজমার অর্থ একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। আর পরিভাষায়, একই যুগের উম্মতি মুহাম্মাদির সকল সৎকর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোন বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষন করাকেত ইজমা বলে। সাধারণভাবে, রাসূল সা.-এর পরে কোন এক সময়কার মুসলিম উম্মতের সমস্ত মুস্তাহিদ একত্রিত ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শরীয়তের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাকে উজমা বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইজমা।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	ইজমার গুরুত্ব। ইসলামী শরীয়াতে ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল একটি আইনের উৎস। মুসলিম জীবন দর্শন ও ব্যবস্থাপনায় এর

				প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যা বিভিন্নভাবে প্রতিয়মান। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, R এর ছেলে বিদেশে থাকে। বাবার জন্য সে মোবাইল ফোন পাঠিয়েছে। তার ভাই তাকে মোবাইল ব্যবহার করতে নিষেধ করে। কারণ এটি বিদায়াত। R মোবাইলের বৈধতা জানার জন্য ইসলামী রিচার্স ফাউন্ডেশনের সভাপতির নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। পরের দিন সভাপতি বিজ্ঞ আলিমগণকে সভায় আহবান জানান। মোবাইল ফোনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়াদি বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত দেন যে, মোবাইল ব্যবহার শরীয়তসম্মত। এর দ্বারা মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুতারোপ করা হয়েছে। আর আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছেন। সুতরাং এটি ইজমার শামীল। সুতরাং বলা যায় যে, ইজমার প্রয়োজনীয়তা প্রমানিত সত্য। যেমন- ১। এটি ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস ২। নতুন আইন উদ্বাবন ৩। জাতীয় ঐক্য সংরক্ষণ ৪। বিভ্রান্তি থেকে সুরক্ষা ৫। ইসলামের পূর্ণতা প্রমান। কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতের পূর্ণতা দিলাম এবং ইসলামকেই তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' ইজমা ব্যতিত ইসলামের এ পূর্ণতার দাবী অবাস্তব। মূলত: অবস্থানগত দিক থেকে তৃতীয় পর্যায়ের দলীল হলেও প্রয়োগগত বাস্তব দিক বিশ্লেষণ করলে ইজমাকেই সর্বাদিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস মনে হয়। কেননা কুরআন ও হাদীসের যথাযথ বাস্তবায়ন ইজমার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, R এর ছেলে বিদেশে থাকে। বাবার জন্য সে মোবাইল ফোন পাঠিয়েছে। তার ভাই তাকে মোবাইল ব্যবহার করতে নিষেধ করে। কারণ এটি বিদায়াত। R মোবাইলের বৈধতা জানার জন্য ইসলামী রিচার্স ফাউন্ডেশনের সভাপতির নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করেন। পরের দিন সভাপতি বিজ্ঞ আলিমগণকে সভায় আহবান জানান। মোবাইল ফোনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিষয়াদি বিবেচনা করে তারা সিদ্ধান্ত দেন যে, মোবাইল ব্যবহার শরীয়তসম্মত। এর দ্বারা মোবাইল ফোন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুতারোপ করা হয়েছে। আর আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছেন। সুতরাং এটি ইজমার শামীল।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলামী শরীয়াতে ইজমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল একটি আইনের উৎস। মুসলিম জীবন দর্শন ও ব্যবস্থাপনায় এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যা বিভিন্নভাবে প্রতিয়মান।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	ইজমার গুরুত্ব।

৮। ইয়াবার বৈধতা নিয়ে তিন বন্ধু S. T এবং U এরমধ্যে আলোচনা চলছিল। S বলল কুরআন ও হাদীসে ইয়াবা নিয়ে কোন আলোচনা নেই। ইয়াবা নিষিদ্ধ হলে অবশ্যই তা কুরআন ও হাদীসে থাকত। যেহেতু আলোচনা নেই তাই ইয়াবা বৈধ। T বলল ইয়াবা বৈধ। কারণ মদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, ইয়াবার মধ্যে তা আছে। U বলল Tএর কথাই সঠিক। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা! তোমরা চিন্তা ে গবেষণা কর।'

ক) ইজমা কি? ১

খ) কিয়াস ছাড়া ইসলামকে সম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বলা যায় নাকেন? ২

গ) ইয়াবা অবৈধ হওয়া সম্পর্কে T এর বক্তব্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) 'হে দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা! তোমরা চিন্তা ও গবেষণা কর।' এর যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	• ইজমার অর্থ একমত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া, মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। আর পরিভাষায়, একই যুগের উম্মতি মুহাম্মাদির সকল সৎকর্মশীল মুজতাহিদ কর্তৃক কোন বিষয়ে ঐক্যমত্য পোষন করাকেত ইজমা বলে। • সাধারণভাবে, রাসূল সা.-এর পরে কোন এক সময়কার মুসলিম উম্মতের সমস্ত মুস্তাহিদ একত্রিত ও সম্পূর্ণ একমত হয়ে ইজতিহাদযোগ্য বিষয়ে শরীয়তের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাকে ইজমা বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	কিয়াস ছাড়া ইসলাম অসম্পূর্ণ। কিয়াস ছাড়া ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলা যায় না। কেননা কিয়াস ব্যতিত ইসলাম একটি গতিহীন ও সংকীর্ণ জীবনাদর্শে পরিণত হয়। যার ফলে সব দেশের ও সব কালের দাবী মেটানো সম্ভবপর হতে পারে না। বরং কিয়াসই ইসলামকে সর্বকালীন ও সার্বজনীন জীবনাদর্শে পরিণত করে। তাই সকল যুগের মানুষের যে কোন রকমের সমস্যার কুরআন হাদীসসম্মত সমাধান দেওয়া কেবল কিয়াসের মাধ্যমেই সম্ববপর হয়ে ওঠে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	কিয়াস ছাড়া ইসলাম অসম্পূর্ণ।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	কিয়াস। 'কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। ফিকাহবিদগণের মতে, যে বিষয়ে কোন হুকুম নেই, সেই বিষয়ে কোন হুকুম প্রকাশ করাকে কিয়াস বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইয়াবার বৈধতা নিয়ে তিন বন্ধু S. T এবং U এরমধ্যে আলোচনা চলছিল। S বলল কুরআন ও হাদীসে ইয়াবা নিয়ে কোন আলোচনা নেই। ইয়াবা নিষিদ্ধ হলে অবশ্যই তা কুরআন ও হাদীসে থাকত। যেহেতু আলোচনা নেই তাই ইয়াবা বৈধ। T বলল ইয়াবা অবৈধ। কারণ মদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, ইয়াবার মধ্যে তা আছে। মদ যেহেতু ইসলামে হারাম বা অবৈধ সে হিসেবে ইয়াবাও হারাম। এটা মূলতঃ মদের সাথে ইয়াবাকে কিয়াস করে অবৈধ বলা হয়েছে। যেহেতু কুরআন ও হাদীসে মদ হারাম সে হিসেবে ইয়াবাও হারাম। সুতরাং মদ যে যে কারণে হারাম অনুরূপভাবে ইয়াবাও সেই কারণে অবৈধ বা হারাম। তাই বলা যায় T এর বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও সঠিক।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	'কুরআন ও সুন্নাহর আইন বা নীতির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান দেওয়াকে কিয়াস বলে। ফিকাহবিদগণের মতে, যে বিষয়ে কোন হুকুম নেই, সেই বিষয়ে কোন হুকুম প্রকাশ করাকে কিয়াস বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	কিয়াস।

	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	কিয়াসের গুরুত্ব। ইসলামী শরীয়াতের আইনের উৎস হিসেবে কিয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। কিয়াস ব্যতিত ইসলামের পূর্ণতা প্রমান হয় না। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইয়াবার বৈধতা নিয়ে তিন বন্ধু S. T এবং U এরমধ্যে আলোচনা চলছিল। S বলল কুরআন ও হাদীসে ইয়াবা নিয়ে কোন আলোচনা নেই। ইয়াবা নিষিদ্ধ হলে অবশ্যই তা কুরআন ও হাদীসে থাকত। যেহেতু আলোচনা নেই তাই ইয়াবা বৈধ। T বলল ইয়াবা অবৈধ। U বলল Tএর কথাই সঠিক। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে চিন্তাশীলগণ! তোমরা গবেষণা কর।' যেহেতু এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কিয়াস করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেহেতু মদের সাথে ইয়াবাকে কিয়াস করে তা অবৈধ ঘোষণা করা যেতে পারে। মুসলিম জাতিকে কিয়াস করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষেরা! তোমরা চিন্তা গবেষণা কর।'সে জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে কিয়াস করা জরুরী। তাই আল্লাহর নির্দেশিত বিষয় হিসেবে একে উপেক্ষা করা যায় না।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ইয়াবার বৈধতা নিয়ে তিন বন্ধু S. T এবং U এরমধ্যে আলোচনা চলছিল। S বলল কুরআন ও হাদীসে ইয়াবা নিয়ে কোন আলোচনা নেই। ইয়াবা নিষিদ্ধ হলে অবশ্যই তা কুরআন ও হাদীসে থাকত। যেহেতু আলোচনা নেই তাই ইয়াবা বৈধ। T বলল ইয়াবা অবৈধ। U বলল Tএর কথাই সঠিক। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে চিন্তাশীলগণ! তোমরা গবেষণা কর।' যেহেতু এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা কিয়াস করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেহেতু মদের সাথে ইয়াবাকে কিয়াস করে তা অবৈধ ঘোষণা করা যেতে পারে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলামী শরীয়াতের আইনের উৎস হিসেবে কিয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। কিয়াস ব্যতিত ইসলামের পূর্ণতা প্রমান হয় না।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	কিয়াসের গুরুত্ব।

৯। Vএকজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। প্রতি রমজানে তিনি সম্পদের হিসাব নিকাশ করে অসহায় মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে তার সম্পদের একটি অংশ খরচ করেন। এ রমজানে যখন তিনি অসহায়দের সাহায্য করছিলেন তার ছোট ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কেন তুমি তাকে টাকা পয়সা দাও? বাবা বললেন, দারিদ্র দূর করার জন্য আমি এ কাজ করি। তাছাড়া এটা তাদের হক। তখন তার ভাই W বলল, এটি পাগলের প্রলাপ।

ক) মৌলিক ইবাদত বলতে কি বুঝ? ১

খ) 'নামাজ মুমিনদর জন্য মিরাজ।'-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) W ' এর পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ) দারিদ্র বিমোচনে V এর প্রচেষ্টা কতটুকু সহায়ক? তোমার পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁরই প্রেরিত নবীর দেখানো পথে যে কাজ করি, তাকে ইবাদত বলে। আর মৌলিক ইবাদত তথা সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ, এগুলোকে একত্রে মৌলিক ইবাদত বলে।

খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	'নামাজ মু'মিনদের জন্য মিরাজ' সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। মহানবী সাঃ তাই বলেছেন,'সালাত মু'মিনের জন্য মিরাজস্বরূপ'। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ হয়, তা হাদীসে কুদসীতে আল্লাহর রাসূল এভাবে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ বলেন, সালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মধ্যে ভাগাভাগী করা আছে। আর এই সময় আমার বান্দাহ যা চায় আমি তাই দিয়ে থাকি। বান্দাহ বলে,'আল হামদুল্লিাহ রাব্বিল আলামীন; আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করলো। বান্দাহ যখন বলে, আর রাহমানির রহীম' আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দাহ আমার গুণাগুণ বর্ণনা করছে। বান্দাহ যখন বলেন, মালিকি ইয়াওমিদ্দিন' আল্লাহ তখন বলেন, আমার বান্দাহ আমার মর্যাদার স্বীকৃতি দিল। বান্দাহ যখন বলে, ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যা কা নাসতায়ীন' আল্লাহ তখন বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দাহর মধ্যে সমপর্কের মূল রহস্য এবং বান্দাহ যা চায় তা পায়। .... অতএব, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সালাত উত্তম ইবাদত। সালাতের মাধ্যমে বান্দাহ সর্বাধিক আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে। আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহর মধ্যে সালাতই সালাতই সর্বোত্তম যোগসুত্র। এ কারণেই নবী করীম সাঃ বলেছেন, সালাত হলো মু'মিনদের জন্য মিরাজ স্বরূপ।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	'নামাজ মু'মিনদের জন্য মিরাজ'
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	W মূলত: যাকাত অস্বীকারকারীএবং মুরতাদ। যারা যাকাত আদায় করে না অর্থাৎ সম্পদের মধ্যে যে অন্যের অধিকার আছে তা আদায় করতে চায় না, তাদেরকে বুঝান হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় এদেরকে মুরতাদ বলা হয়। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, Vএকজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। প্রতি রমজানে তিনি সম্পদের হিসাব নিকাশ করে অসহায় মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে তার সম্পদের একটি অংশ খরচ করেন। এ রমজানে যখন তিনি অসহায়দের সাহায্য করছিলেন তার ছোট ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কেন তুমি তাকে টাকা পয়সা দাও? বাবা বললেন, দারিদ্র দূর করার জন্য আমি এ কাজ করি। তাছাড়া এটা তাদের হক। তখন তার ভাই W বলল, এটি পাগলের প্রলাপ। W এর এ ধরনের মন্তব্য যাকাত অস্বীকারকারীর নামান্তর এবং মুরতাদের শামীল। আর যারা যাকাত আদায় করে না তারা মহাপাপী হিসেবে গণ্য হবে এবং জাহান্নামের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলে,'যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে অথচ তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, (হে নবী) আপনি তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সংবাদ প্রদান করুন।' তাছাড়া যারা যাকাত অস্বীকার করে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে মুরতাদ। আর মুরতাদদের শাস্তি হলো তাদেরকে হত্যা করা।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যারা যাকাত আদায় করে না অর্থাৎ সম্পদের মধ্যে যে অন্যের অধিকার আছে তা আদায় করতে চায় না, তাদেরকে বুঝান হয়েছে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	W মূলত: যাকাত অস্বীকারকারী।

ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	যাকাত। যদি কোন মুসলমানের নিজ নিজ পরিবার পরিজনের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানোর পর বছরান্তে যদি তার নিকট সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপা কিংবা তার সমপরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকে, তবে উক্ত সম্পদের শতকারা আড়াই (২.৫০%) ভাগ আল্লাহর নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাতাক বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, Vএকজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। প্রতি রমজানে তিনি সম্পদের হিসাব নিকাশ করে অসহায় মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে তার সম্পদের একটি অংশ খরচ করেন। এ রমজানে যখন তিনি অসহায়দের সাহায্য করছিলেন তার ছোট ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কেন তুমি তাকে টাকা পয়সা দাও? বাবা বললেন, দারিদ্র দূর করার জন্য আমি এ কাজ করি। তাছাড়া এটা তাদের হক। এর দ্বারা তিনি যাকাতের প্রদানের কথাই বলেছেন। দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের সবচেয়ে বেশী। যাকাতের মাধ্যমে অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র-দুঃস্থ মানুষের অভাব-অনাটন বিমচনে এবং জীবন-জীবিকার জোগানদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, Vএকজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম। প্রতি রমজানে তিনি সম্পদের হিসাব নিকাশ করে অসহায় মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে তার সম্পদের একটি অংশ খরচ করেন। এ রমজানে যখন তিনি অসহায়দের সাহায্য করছিলেন তার ছোট ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কেন তুমি তাকে টাকা পয়সা দাও? বাবা বললেন, দারিদ্র দূর করার জন্য আমি এ কাজ করি। তাছাড়া এটা তাদের হক। এর দ্বারা তিনি যাকাতের প্রদানের কথাই বলেছেন।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	যদি কোন মুসলমানের নিজ নিজ পরিবার পরিজনের জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানোর পর বছরান্তে যদি তার নিকট সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রোপা কিংবা তার সমপরিমাণ অর্থ সম্পদ থাকে, তবে উক্ত সম্পদের শতকারা আড়াই (২.৫০%) ভাগ আল্লাহর নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাতাক বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	যাকাত।

১০। X ও তার পরিবার একটি নিদিষ্ট মাসে ভোর হতে সন্ধা পর্যন্ত পানাহার, যৌন উপভোগ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকেন। এ সময় তিনি দরিদ্রদের প্রচুর দান করেন। মাগরিবের সময় মানুষকে পেটপুরে খাওয়ান। তার প্রতিবেশি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সারাদিন উপোস থেকে সন্ধায় এত মানুষ নিয়ে খাও কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

ক) যাকাতের নিসাব কি? ১

খ) মাসারিফে যাকাত বর্ণনা কর। ২

গ) আল্লাহর সন্তুষ্টির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) X এর কাজে ইসলামের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে। তারা সামাজিক গুরুত্ব আলোকপাত কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	যাকাতের নিসাব : মৌলিক প্রয়োজন বাদে যে পরিমাণ সম্পদ এক বছরকাল মালিকের নিকট থাকলে যাকাত ফরজ হয়, তাকে যাকাতের নিসাব বলে।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে	মাসারিফে যাকাত বা যাকাত আদায়ের খাতসমুহ। যাকাত আদায়ের

খ			রাখতে পারা	খাত মোট আটটি। যথা- ৯. ফকীর ১০. মিসকীন ১১. যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা ১২. অন্যের মন জয় করার জন্য ১৩. দাস মুক্তির জন্য ১৪. ঋণী ব্যক্তির ঋণ পরিশেধের জন্য ১৫. আল্লাহর রাস্তায় ১৬. মুসাফির
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	মাসারিফে যাকাত বা যাকাত আদায়ের খাতসমুহ।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	সাওম। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, 'মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে রোজার নিয়তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রীয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোজা বলে। X ও তার পরিবার একটি নিদিষ্ট মাসে ভোর হতে সন্ধা পর্যন্ত পানাহার, যৌন উপভোগ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকেন। এ সময় তিনি দরিদ্রদের প্রচুর দান করেন। মাগরিবের সময় মানুষকে পেটপুরে খাওয়ান। তার প্রতিবেশি একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সারাদিন উপোস থেকে সন্ধায় এত মানুষ নিয়ে খাও কেন? তিনি বললেন, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। X ও তার পরিবারের এ ধরণের কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে সাওমের শামীল। সাওমের ধর্মীয় উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। কেননা বান্দা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁরই রেজামন্দি পাওয়ার প্রবল বাসনা নিয়ে সিয়াম পালন করে। রোজার মধ্যে কোনরূপ বাহ্যিকতা এবং লৌকিকতা নেই। রোজা একমাত্র আল্রাহর প্রেম ও ভালবাসার নিদর্শন। সুতরাং আল্লাহ তা'য়ালা সিয়াম পালনকারীকে অত্যন্ত ভালবাসেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি রোজাদার একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের জন্য রোজা পালন করে, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, 'মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে রোজার নিয়তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রীয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোজা বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সাওম।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	সাওম। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, 'মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে রোজার নিয়তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রীয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোজা বলে। উদদ্দীপকে দেখা যায় যে, X ও তার পরিবার একটি নিদিষ্ট মাসে ভোর হতে সন্ধা পর্যন্ত পানাহার, যৌন উপভোগ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকেন। এ সময় তিনি দরিদ্রদের প্রচুর দান করেন। মাগরিবের সময় মানুষকে পেটপুরে খাওয়ান। X ও তার পরিবারের এ ধরণের কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে সাওমের শামীল। সাওমের সামাজিক গুরুত্বগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

				১২. সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি করে ১৩.সাম্য প্রতিষ্ঠা করে ১৪. ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে ১৫.সদ্ব্যবহারে উদ্ধুদ্ধ করে ১৬.আদর্শ সমাজ গঠনে সহযোগিতা করে ১৭. ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে ১৮.জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা ও ঐতিহ্যের চেতনায় উজ্জিবীত হরে ১৯. ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের ট্রেনিং কোর্স ২০.দৈহিক সুস্থ্যতা আনায়ন করে ২১. পবিত্র ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলে ২২.আর্থ-সামাজিকতার ক্ষেত্র তৈরি করে
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদদ্দীপকে দেখা যায় যে, X ও তার পরিবার একটি নিদিষ্ট মাসে ভোর হতে সন্ধা পর্যন্ত পানাহার, যৌন উপভোগ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকেন। এ সময় তিনি দরিদ্রদের প্রচুর দান করেন। মাগরিবের সময় মানুষকে পেটপুরে খাওয়ান। X ও তার পরিবারের এ ধরণের কাজ ইসলামের দৃষ্টিতে সাওমের শামীল।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, 'মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে রোজার নিয়তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ইন্দ্রীয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকাকে 'সাওম' বা রোজা বলে।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	সাওম।

১১। y একজন মধ্যবয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও যিকির আজকার করছেন অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্যের আশায়। তার ভাই z বিলাসবহুল জীবন যাপন করেন। তিনি শুধু মৌলিক ইবাদতটুকুই করেন। জীবন যাপনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, আমি ব্যস্ত মানুষ, সময় পাই না। তা ছাড়া একদম রাত জাগতে পারি না।

ক) নৈতিক মূল্যবোধ বলতে কি বুঝ? ১

খ) হাসান বসরীর পরিচয় দাও। ২

গ) y এর আচরণ কোন দিকে ইঙ্গিত করে? তার গুরুত্ব বর্ণনা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের আলোকে আত্মশুদ্ধির উপায়গুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

প্রশ্ন	নম্বর	দক্ষতা	শিক্ষার্থীরা পারবে	প্রত্যাশিত উত্তরের নমুনা
ক	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	নৈতিক মূল্যবোধ এমন কিছু গুণাবলী যা নৈতিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন পুত-পবিত্র জীবন গঠনে সহায়তা করে, তাকে নৈতিক মূল্যবোধ বলে।
খ	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্য স্মরণ/মনে রাখতে পারা	হাসান বসরী একজন প্রখ্যাত তাবেঈ ছিলেন। তিনি ২১ হিযরী মোতাবেক ৬২৪ খ্রি: হযরত উমার রা:-এর খেলাফতের দুই বছর বাকী থাকতে মদীনার এক দাস পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার ডাক নাম আবু সাঈদ এবং পিতার নাম ইয়ামার।উম্মুল মু'মিনীন হযরত সালমা রা:-এর স্লেহ ও সাহচার্যে তিনি বেড়ে উঠেন। ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি সকল উম্মাহাতুল মু'মিনের স্লেহ মায়ামমতায় ধন্য হন। তারপর তিনি পিতার সাথে বসরায় চলে যান এবং সেখানে তিনি বসতি স্থাপন করেন। এ কারণে তাকে আল বসরি বলা হয়। শৈশবে তিনি পবিত্র কুরআন হেফজ করেন এবং বিদ্যার সকল বিভাগকে রপ্ত করেন। আল কুরআনের পঠন-পাঠন, হাদীসের বর্ণনা এবং ইসলামী বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি তার জীবন

				অতিবাহিত করেন। তার সম্পর্কে ইমাম সা'দ বলেছেন,'হাসান বসরি ছিলেন বহু পূর্ণতার সমাবেশ, উঁচু স্তরের আলীম, সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তি, ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ফকীহ, পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি নির্মোহ আবিদ, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী, স্পষ্ট প্রাঞ্জলভাষী সুদর্শন এক পুরুষ।' অবশেষে হিযরী ১১০ হিযরী মোতাবেক ৭২৮ খ্রিঃ ৮৮ বছর বয়সে এক জুময়ার রাতে তিনি আখেরাতের পথে যাত্রা করেন। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত আইউব ও হযরত হুমায়দ আত-তাবিল তাকে গোসল দেন। দ্বিতীয় দিন জুমআর নামাজের পর জানাযা নামাজ পড়া হয়। জানাজায় উপচে পড়া ভিড় ছিল। দাফনের জন্য বসরার সব মানুষ কবস্থানে চলে যায়। ফলে শহর জনশূণ্যে পরিণত হয়। ঐ দিন বসরার জামে মসজিদে আসরের নামাজ আদায়ের জন্য কোন নামাজি ছিল না। ফলে মসজিদে আসরের নামাজের জামায়াত হতে পারেনি।
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	হাসান বসরীর পরিচয়।
গ	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	তাসাউফ। ইমাম আল গাজ্জালী বলেন,'তাসাউফ এমন একটি বিদ্যা. যা মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করে, মনুষত্ব্যের চুড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে দেয়।' অথবা, 'তাসাউফ হলো মু'মিনদের হৃদয়ের জ্যোতি, যা নবী করীম সা:-এর প্রদীপ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।' অথবা, জুনাইদ বাগদাদী বলেন, 'জীবন ও মরণ এবং আর সব ব্যাপারে আল্লাহর উপর নির্ভর করার নামই তাসাউফ বা সূফিবাদ। অথবা, বায়েজীদ বোস্তামী বলেন,'আল্লাহর ইবাদতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হওয়া এবং আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে পার্থিব দু:খ কষ্ট সানন্দে বরণ করাকে তাসাউফ বলে। উদ্দীপকে দেখা যায় যে, y একজন মধ্যবয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও যিকির আজকার করছেন অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্যের আশায়। y-এর এ ধরণের ইবাদত করা তাসাউফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
	২	অনুধাবণ	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইমাম আল গাজ্জালী বলেন,'তাসাউফ এমন একটি বিদ্যা. যা মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করে, মনুষত্ব্যের চুড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে দেয়।' অথবা, 'তাসাউফ হলো মু'মিনদের হৃদয়ের জ্যোতি, যা নবী করীম সা:-এর প্রদীপ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।'
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	তাসাউফ।
ঘ	৪	উচ্চতর দক্ষতা	বিশ্লেষণ/সংশ্লেষণ/যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে পারা/সমাধান করতে পারা	তাসাউফ। ইমাম আল গাজ্জালী বলেন,'তাসাউফ এমন একটি বিদ্যা. যা মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করে, মনুষত্ব্যের চুড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে দেয়।' উদ্দীপকে দেখা যায় যে, y একজন মধ্যবয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও যিকির আজকার করছেন অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্যের আশায়। y-এর এ ধরণের ইবাদত করা তাসাউফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আত্মশুদ্ধির উপায়গুলো নিম্নরূপ :

				৮. মানবীয় সৎগুণাবলী অর্জন এবং পাশবিক চরিত্র দমনের মাধ্যমে তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করা যায়। ৯. উস্তাদের শরণাপন্ন হওয়া এবং তার সাহচার্য লাভ করা। ১০. ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে আমল করা। ১১. শরীয়তের বিধান পালনের জন্য কঠোর সাধনা করা। ১২. দুনিয়ার চিন্তামুক্ত হয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া ১৩. আত্মসমালোচনা করা। ১৪. ধ্যানেমগ্ন থাকা। মোটকথা, পুত-পবিত্র মনে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে আল্লাহ তা'য়ালার ইবাদতের মাধ্যমেই আত্মশুদ্ধি বা তাসাউফ অর্জন করা যায়।
	৩	প্রয়োগ	স্মরণকৃত ধারণা/তথ্য অনুধাবন করে তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারা	উদ্দীপকে দেখা যায় যে, y একজন মধ্যবয়সী সচ্ছল মানুষ। কিন্তু তিনি কখনো অপব্যয় করেন না এবং মৌলিক ইবাদত বাদ দেন না। বর্তমানে তিনি অধিক রাত জেগে সালাত ও যিকির আজকার করছেন অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকট্যের আশায়। y-এর এ ধরণের ইবাদত করা তাসাউফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
	২	অনুধাবন	ধারণা/তথ্যের ব্যাখ্যা করতে পারা	ইমাম আল গাজ্জালী বলেন,'তাসাউফ এমন একটি বিদ্যা. যা মানুষকে পশু থেকে উন্নীত করে, মনুষত্ব্যের চুড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে দেয়।'
	১	জ্ঞান	ধারণা/তথ্য স্মরণ করতে পারা	তাসাউফ।